হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

নীলকমল

আ ন ন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

নীলকমল

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

টিনটিনের বই নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হয়:

আলসাসিয়েন	কাস্টারমান
বাস্ক	এলকার
বাংলা	আনন্দ
বার্নিজ	এমনতালের ডুক
ব্রেটন	আন হিয়ার
কাতালান	কাস্টারমান
চিনা	কাস্টারমান/চায়না চিলড্রেন পাবলিশিং
কর্সিকান	কাস্টারমান
ড্যানিশ	কার্লসেন
ডাচ	কাস্টারমান
ইংরেজি	এগমন্ট ইউ কে লি./লিট্‌ল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং
এসপারান্তো	এসপারেন্টিক্স/কাস্টারমান
ফিনিশ	ওতাভা
ফরাসি	কাস্টারমান
গালো	রু দে স্ক্রিব
গোমে	কাস্টারমান
জার্মান	কার্লসেন
গ্রিক	কাস্টারমান
হিব্রু	মিজরাহি
ইন্দোনেশীয়	ইন্দিরা
ইতালীয়	কাস্টারমান
জাপানি	ফুকুইনকান
কোরীয়	কাস্টারমান/সোল
লাতিন	এলি/কাস্টারমান
লুক্সেমবুর্গিস	অ্যাঁপ্রেমেরি স্যাঁ-পল
নরওয়েজিয়ান	এগমন্ট
পিকার	কাস্টারমান
পোলিশ	কাস্টারমান/মোতোপোল
পর্তুগিজ	কাস্টারমান
প্রভংসাল	কাস্টারমান
রোমঁশ	লিজিয়া রোমোঁতশা
রুশ	কাস্টারমান
সার্বো ক্রোয়েশিয়ান	ডেকিয়ে নোভিন
স্পেনীয়	কাস্টারমান
সুইডিশ	কার্লসেন
থাই	কাস্টারমান
তিব্বতি	কাস্টারমান
তুর্কি	ইয়াপি ক্রেডি ইয়াইনলারি

ISBN 81-7215-574-3

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন
বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম,
যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি)
মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও
তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে
উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
© চিত্র ১৯৪৮ এডিশান্‌স, কাস্তারমান, প্যারিস ও তুর্নাই।
© পুনর্নবীকরণ ১৯৭৫, কাস্টারমান
© বাংলা তর্জমা ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬
নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ভারত
থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
ব্লক সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

২০০.০০

নীলকমল

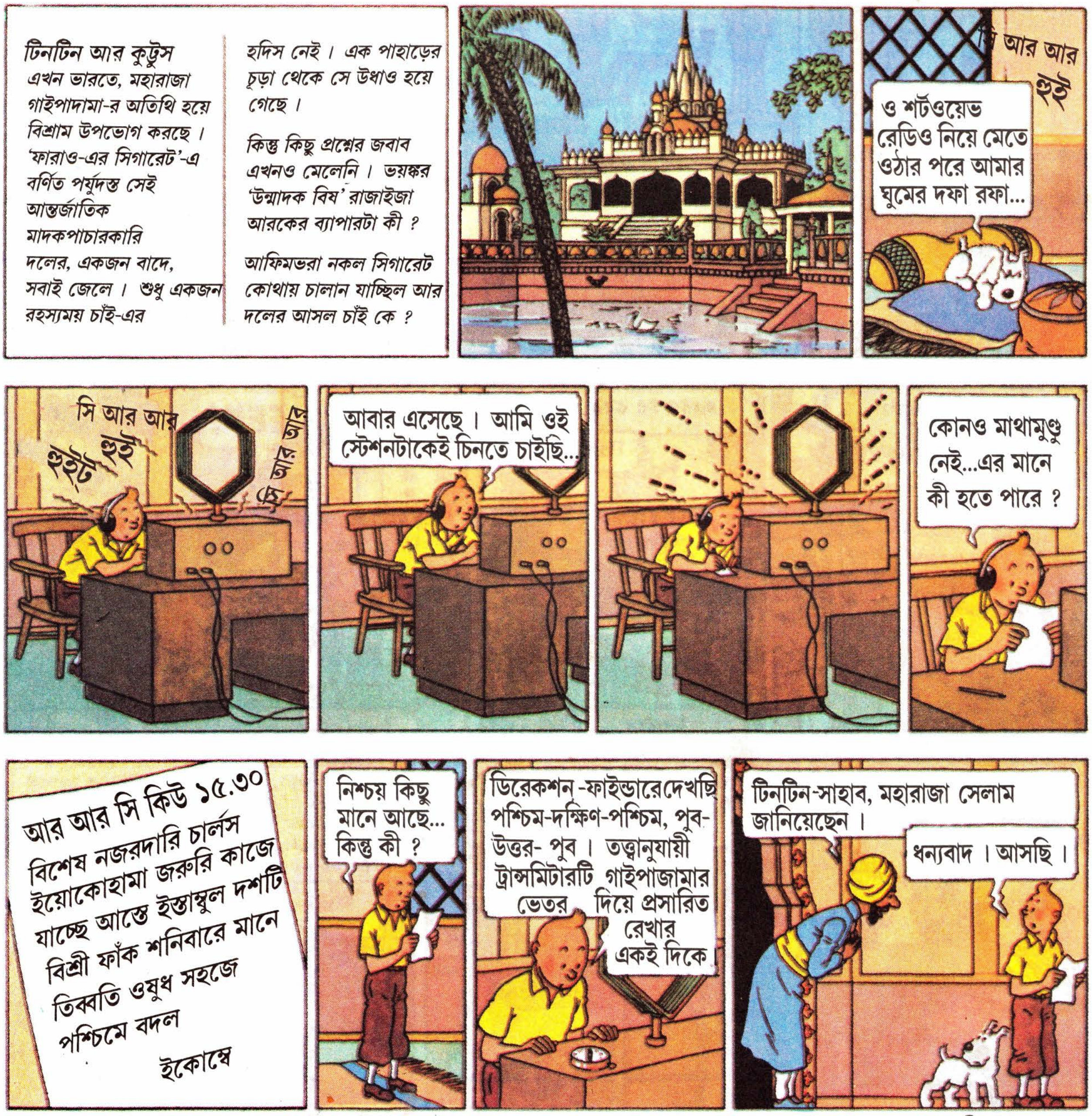
টিনটিন আর কুট্টুস এখন ভারতে, মহারাজা গাইপাদামা-র অতিথি হয়ে বিশ্রাম উপভোগ করছে। 'ফারাও-এর সিগারেট'-এ বর্ণিত পর্যুদস্ত সেই আন্তর্জাতিক মাদকপাচারকারি দলের, একজন বাদে, সবাই জেলে। শুধু একজন রহস্যময় চাঁই-এর হদিস নেই। এক পাহাড়ের চূড়া থেকে সে উধাও হয়ে গেছে।
কিন্তু কিছু প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি। ভয়ঙ্কর 'উন্মাদক বিষ' রাজাইজা আরকের ব্যাপারটা কী?
আফিমভরা নকল সিগারেট কোথায় চালান যাচ্ছিল আর দলের আসল চাঁই কে?
ি আর আর হুই
ও শর্টওয়েভ রেডিও নিয়ে মেতে ওঠার পরে আমার ঘুমের দফা রফা...
সি আর আর হুই হুইট
আবার এসেছে। আমি ওই স্টেশনটাকেই চিনতে চাইছি...
কোনও মাথামুণ্ডু নেই...এর মানে কী হতে পারে?
আর আর সি কিউ ১৫.৩০ বিশেষ নজরদারি চার্লস ইয়োকোহামা জরুরি কাজে যাচ্ছে আস্তে ইস্তাম্বুল দশটি বিশ্রী ফাঁক শনিবারে মানে তিব্বতি ওষুধ সহজে পশ্চিমে বদল ইকোম্বে
নিশ্চয় কিছু মানে আছে... কিন্তু কী?
ডিরেকশন-ফাইন্ডারে দেখছি পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম, পুব-উত্তর-পুব। তত্ত্বানুযায়ী ট্রান্সমিটারটি গাইপাজামার ভেতর দিয়ে প্রসারিত রেখার একই দিকে।
টিনটিন-সাহাব, মহারাজা সেলাম জানিয়েছেন।
ধন্যবাদ। আসছি।

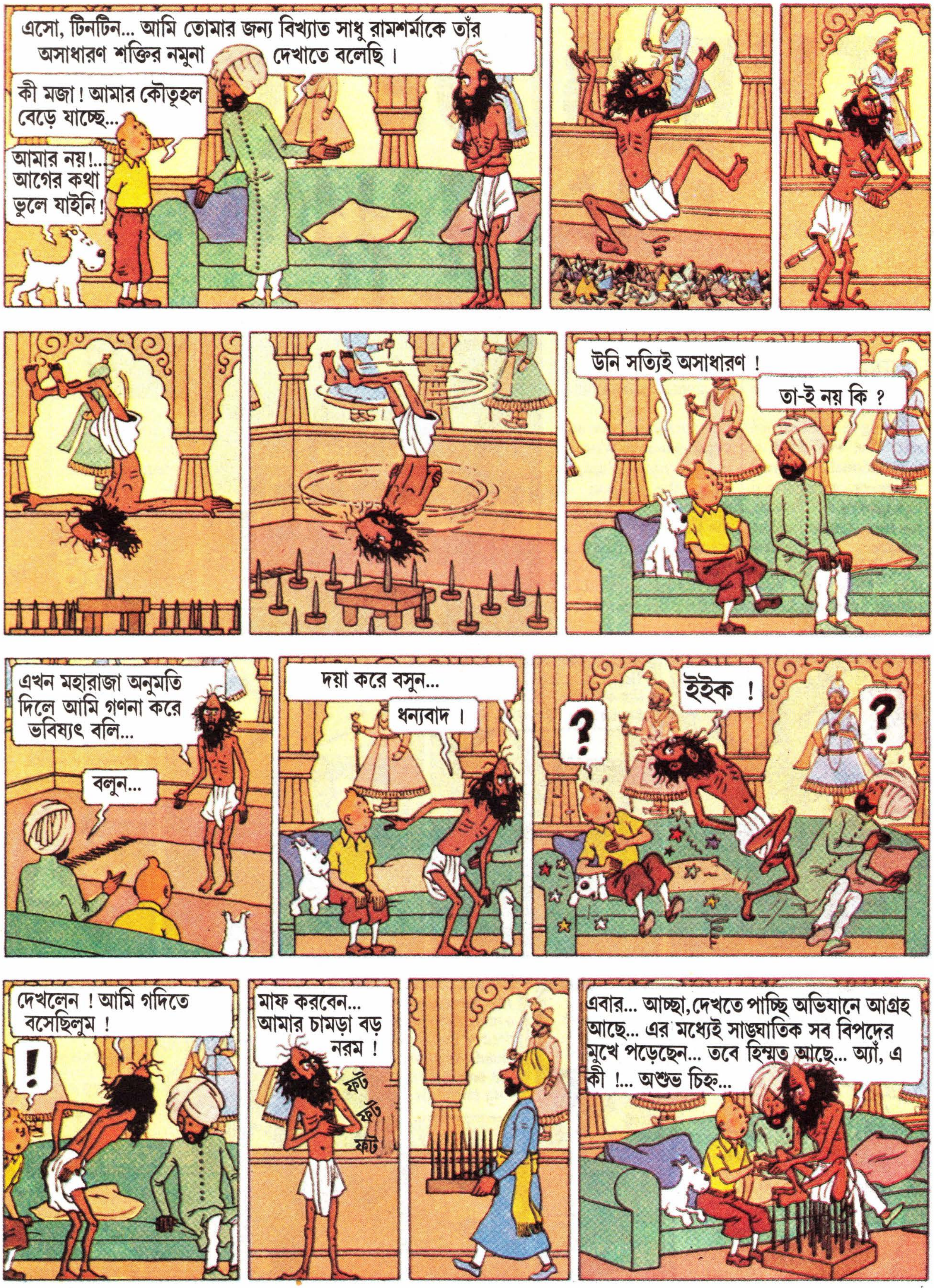
এসো, টিনটিন... আমি তোমার জন্য বিখ্যাত সাধু রামশর্মাকে তাঁর অসাধারণ শক্তির নমুনা দেখাতে বলেছি।
কী মজা! আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে...
আমার নয়!... আগের কথা ভুলে যাইনি!
উনি সত্যিই অসাধারণ!
তা-ই নয় কি?
এখন মহারাজা অনুমতি দিলে আমি গণনা করে ভবিষ্যৎ বলি...
বলুন...
দয়া করে বসুন...
ধন্যবাদ।
?
ইইক!
?
দেখলেন! আমি গদিতে বসেছিলুম!
!
মাফ করবেন... আমার চামড়া বড় নরম!
ফট
ফট
ফট
এবার... আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি অভিযানে আগ্রহ আছে... এর মধ্যেই সাঙ্ঘাতিক সব বিপদের মুখে পড়েছেন... তবে হিম্মত আছে... অ্যাঁ, এ কী!... অশুভ চিহ্ন...

শত্রু দেখতে পাচ্ছি। আপনার ধারণা সে মৃত, কিন্তু সে প্রতিশোধ নেবে... হুঁশিয়ার!
আরও দেখতে পাচ্ছি সাধু সমাজের কলঙ্ক এক সাধু আপনার সর্বনাশের জন্য বদ্ধপরিকর...সে আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ...ওর হাতে আছে মারাত্মক অস্ত্র...যার হাত থেকে রেহাই নেই।
হুঁশিয়ার... আরও একটি লোককে দেখতে পাচ্ছি... হলুদ চামড়া... কালো চুল... চোখে চশমা...খুব সাবধান! ও আপনাকে ধ্বংস করবে পণ করেছে!
টিনটিন সাহাব, এক পরদেশি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। বলছে, সে সাংহাই থেকে আসছে।
সাংহাই থেকে?
সাংহাই থেকে? সে যে অনেক দূর... শুধু আমার সঙ্গে কথা বলতে... অদ্ভুত...
মিঃ টিনটিন, সার?
আমাকে? বলুন...
হলুদ চামড়া... কালো চুল... চশমা... হুঁশিয়ার, টিনটিন!
আপনার সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আছে। এখানে বলতে পারি?
নিশ্চয়! এখানে আমরা সম্পূর্ণ একা। হুঁশিয়ার...
哇
?
রাজাইজা আরকে চোবানো তীর... উন্মাদক বিষ?!
ও পালিয়েছে... একটুও সময় নষ্ট করেনি...
জলদি বলুন! আমাকে কী বলতে চেয়েছিলেন?
আ...মি...হ্যাঁ, মনে পড়েছে!
মিতসুহিরাতো... আপনাকে ওঁর প্রয়োজন...আ... সাংহাই... নামটা মনে রাখবেন, মিতসুহিরাতো... মিতসু... মিতসুহিরাতো।
বেশ। তারপর?
টং সি নান পেই
আহা রে... বেচারা পাগল হয়ে গেছে!...
!
টিনটিন!

টিনটিন, সেই ভন্ড সাধুটা, বিষ-তীর ছোঁড়ার জন্য যাকে হাজতে পুরেছিলুম, পালিয়ে গেছে...
আমি তাই ভেবেছিলুম !
দেখুন, উন্মাদক বিষের ক্রিয়া !
হায় ঈশ্বর ! কী সাঙ্ঘাতিক !
ভৌ !
ভৌ !
এক্ষুনি চিন-এ যেতে হবে..বেচারা শুধু বলতে পেরেছিল যে... সাংহাইতে আমার যাওয়া প্রয়োজন
তাড়াতাড়ি বাক্স গুছিয়ে নিতে হবে...
... শত্রু দেখতে পাচ্ছি ! আপনার ধারণা সে মৃত, কিন্তু সে প্রতিশোধ নেবে...
আচ্ছা, শিগগিরই জানা যাবে !
আরে, কুট্টুস কোথায় গেল ?
কুট্টুস ?...কুট্টুস ?...
কুট্টুস !
কুট্টুস !
তাজ্জব !..ওকে নিশ্চয় কেউ চুরি করেনি !
কুট্টুসকে দেখেছেন ?
কুট্টুস ? ...না তো...
আপনি ওদিকে খুঁজুন... আমি এদিকে দেখছি...
নিপাত্তা, সাহাব...
ওকে খুঁজে পাইনি ।
নিশ্চয় ওরা নিয়ে গেছে
কয়েক ঘন্টা বাদে...
ওরা তোমার বাক্স নীচে নামিয়ে আনছে...তুমি তা হলে সত্যিই যাবে ঠিক করেছ ?
হ্যাঁ... কিন্তু কুট্টুসকে ছেড়ে যেতে পারি না...

ধপ
ধপ
ধপাস
কুট্টুস ! আহা রে,বেচারা কুট্টুস ! তোকে নিশ্চয় বাক্সে বন্ধ করে দিয়েছিলুম !...আচ্ছা , এবার আমরা যেতে পারি !
বিদায় !... মঙ্গল হোক !
বিদায়...
কয়েক দিন বাদে...
এই তা হলে সাংহাই...
ওই লোকটা ! ভুল নেই !
ওই লোকটাই, নিঃসন্দেহে ।
CONTINEN HOTEL
মিৎসুহিরাতো...কিন্তু ওর খোঁজ পাই কীভাবে ? নামটা জাপানি, কিন্তু...
ঠক
ঠক
ঠক
ভেতরে আসুন !
'টিনটিন মহোদয় সমীপেষু'... অদ্ভুত ব্যাপার ।...আমি এখানে জানল কীভাবে...
মিঃ টিনটিন,
আপনার আগমন-সংবাদে আমার মন হর্ষোৎফুল্ল । এই অধম কি আজ বিকেল তিনটেয় আপনার দর্শন লাভে ভাগ্যবান হতে পারে ? আমার লোক আপনার সানুগ্রহ জবাবের প্রতীক্ষা করবে ।
শান্তির সরনি
মিৎসুহিরাতো

পত্রবাহককে বলো, ওর মনিব অত্যন্ত সদাশয় তাঁকে কষ্ট করে আসতে হবে না। আমি নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব।
ভাবছি আমার খবর মিঃ মিৎসুহিরাতো পেলেন কীভাবে...তবে, উনি অবশ্যই নিখুঁত ভদ্রলোক...
টিনটিন, জাপানিরা কি লোক ভাল হয়?
মিঃ মিৎসুহিরাতো, শান্তির সরণি...
得罪！先生！
পাজি চিনে ভূত !...সাদা মানুষের গায়ে ধাক্কা !

বর্বর !
?
একটা অপদার্থ চিনাকে শাস্তি দিতে বাধা দিচ্ছ, অ্যাঁ ?...বেতমিজ ছোকরা !
আপনার ব্যবহার জঘন্য সার !
ব্যবহারের এখনই কী দেখলে ! ...মজা টের পাবে বলে দিচ্ছি !
ভৌ ! ভৌ !
OCCIDENTAL PRIVATE CLUB
এই যে গিবন, এসো বন্ধু !
তোমাকে বিরক্ত মনে হচ্ছে !
বিরক্ত বলে বিরক্ত ! তা হলে শোনো !...
এক ইউরোপীয় ছোকরার এত আস্পদ্দা যে, একটা রিক্‌শাওলাকে মদত দেয়... রিক্‌শাওলা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল আমি তাকে শিক্ষা দিচ্ছিলুম! ছোকরা এল বাধা দিতে...অসহ্য !
দেশটা কোথায় যাচ্ছে ? আমরা কি ওই হলুদ ভূতদের সহবতও শেখাতে পারব না ? লোকগুলোকে সভ্য করা আমাদের দায়িত্ব !...আর দ্যাখো, আমাদের অতুলনীয় পাশ্চাত্য...
....সভ্যতার যাবতীয় সুবিধা...
হ্যাঁ, আমাদের অতুলনীয় পাশ্চাত্য সভ্যতা...
হলুদ ছুঁচো, তুই ইচ্ছে করে এটা করেছিস !...তোকে সহবত শেখাচ্ছি !
কী বলছিলুম যেন ?...হ্যাঁ, আমাদের অতুলনীয় পাশ্চাত্য সভ্যতা...
শোনো...
যে ছোকরা তোমার ওপর হামলা করেছিল তার নাম জানবার চেষ্টা করছি । আমি সাংহাই আন্তর্জাতিক উপনিবেশের পুলিশ কমিশনার বলে কাজটা সহজ হবে । ছোকরাকে শিক্ষা দেব !

MITSUHIR
ধন্যবাদ, সার, আমাকে বাঁচিয়েছেন।
UHIRATO
মিঃ টিনটিন, সার...
ভেতরে নিয়ে এসো...
মিঃ টিনটিন, আপনাকে এক্ষুনি ভারতে ফিরে যেতে হবে। গাইপাজামার মহারাজার দারুণ বিপদ। ওঁর পাহারার ব্যবস্থা করতে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলুম। দেখা হয়নি?
হ্যাঁ, কিন্তু তার গায়ে কেউ বিষ-তীর ছুঁড়েছিল। ও শুধু বলতে পেরেছিল আপনার নাম আর সাংহাই...
ঘৃণ্য জীব! ওদের অসাধ্য কাজ নেই। মহারাজাকে ফেলে এসে ভুল করেছেন! কে জানে ওরা কী করছে?
'ওরা' কারা?
ক্ষমা করবেন। এর বেশি বললে আমার জীবন বিপন্ন হবে। অনুরোধ করছি ভারতে ফিরে যান।
বুঝেছি...পরের জাহাজেই ফিরে যাব। তার আগে মহারাজাকে তার পাঠিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি।
খাসা পরিকল্পনা...আর-একটা কথা...এখানে কাউকে বিশ্বাস করবেন না, বিশেষ করে চিনাদের। আপনার জীবন বিপন্ন...
কিন্তু...আপনি জানলেন কী করে?...
সত্যিকার জাপানিরা সবই জানে।
HIRATO
পাড়াটা তেমন ভাল নয়, তাই না?
হুঁ, আমিও একমত!

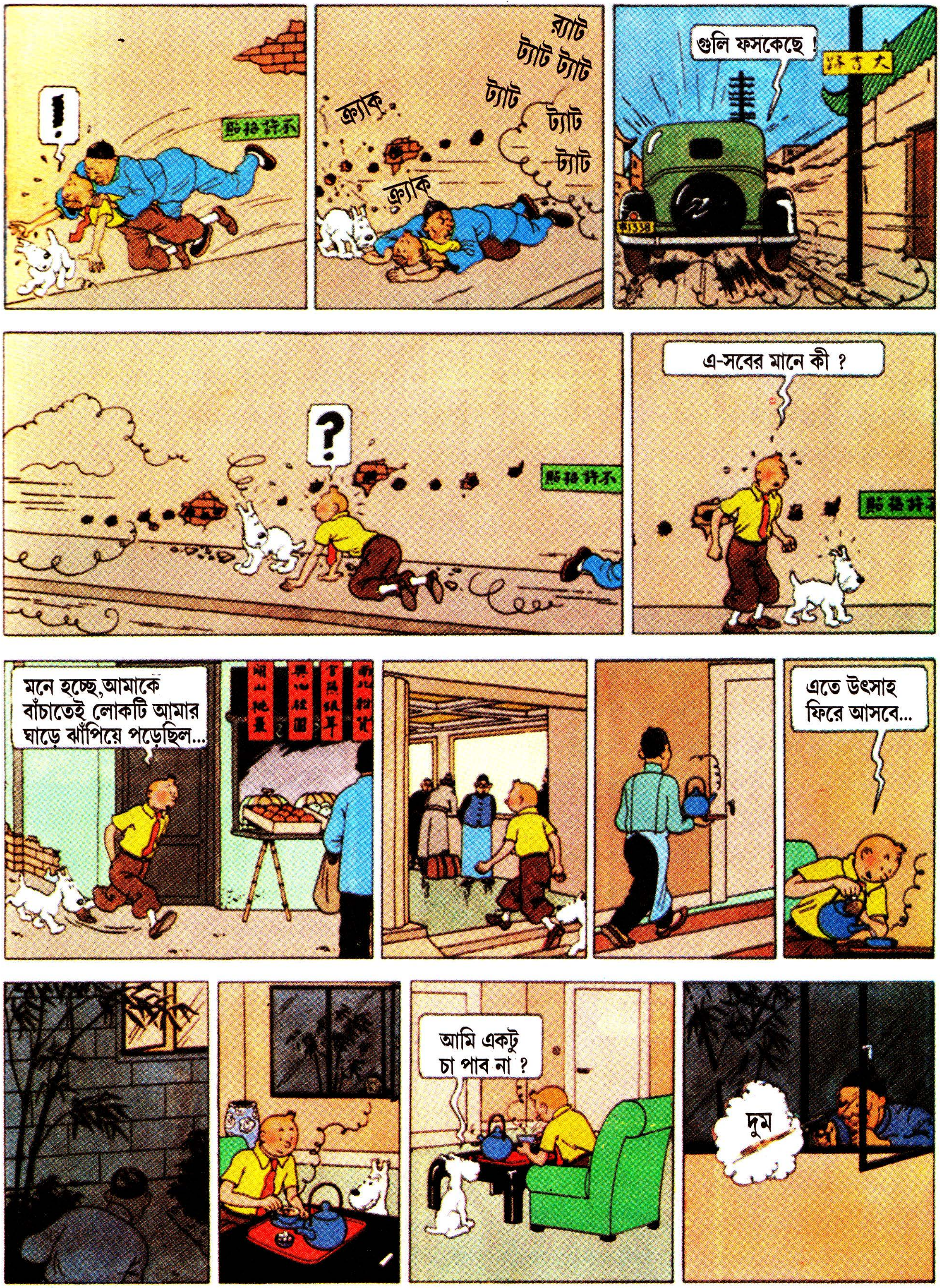
ক্র্যাক
র‍্যাট
ট্যাট ট্যাট
ট্যাট
ট্যাট
ট্যাট
ক্র্যাক
গুলি ফসকেছে !
?
এ-সবের মানে কী ?
মনে হচ্ছে, আমাকে বাঁচাতেই লোকটি আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল...
এতে উৎসাহ ফিরে আসবে...
আমি একটু চা পাব না ?
দুম

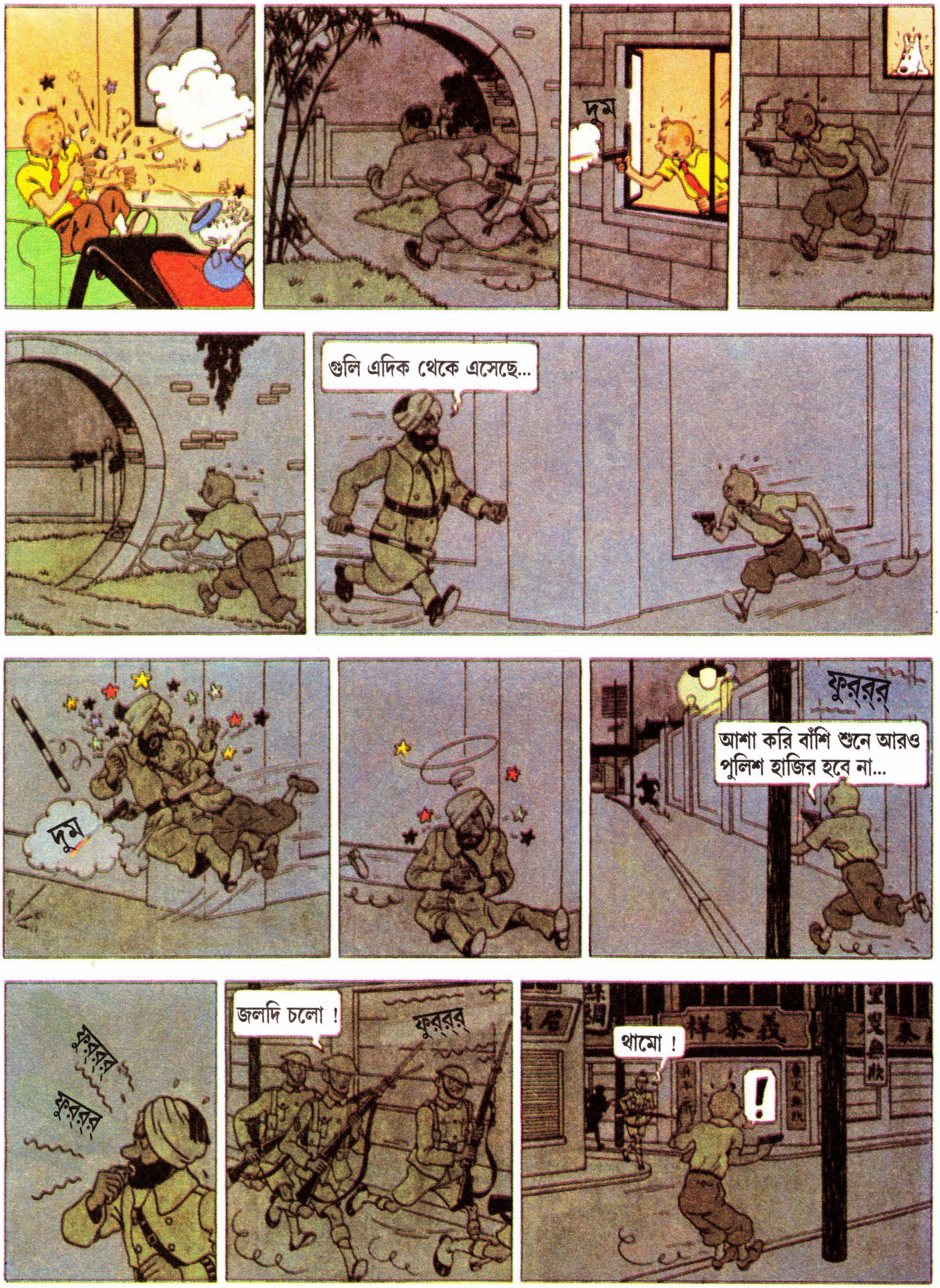
দুম
গুলি এদিক থেকে এসেছে...
দুম
ফুররর
আশা করি বাঁশি শুনে আরও পুলিশ হাজির হবে না...
ফুররর
ফুররর
জলদি চলো !
ফুররর
থামো !
!

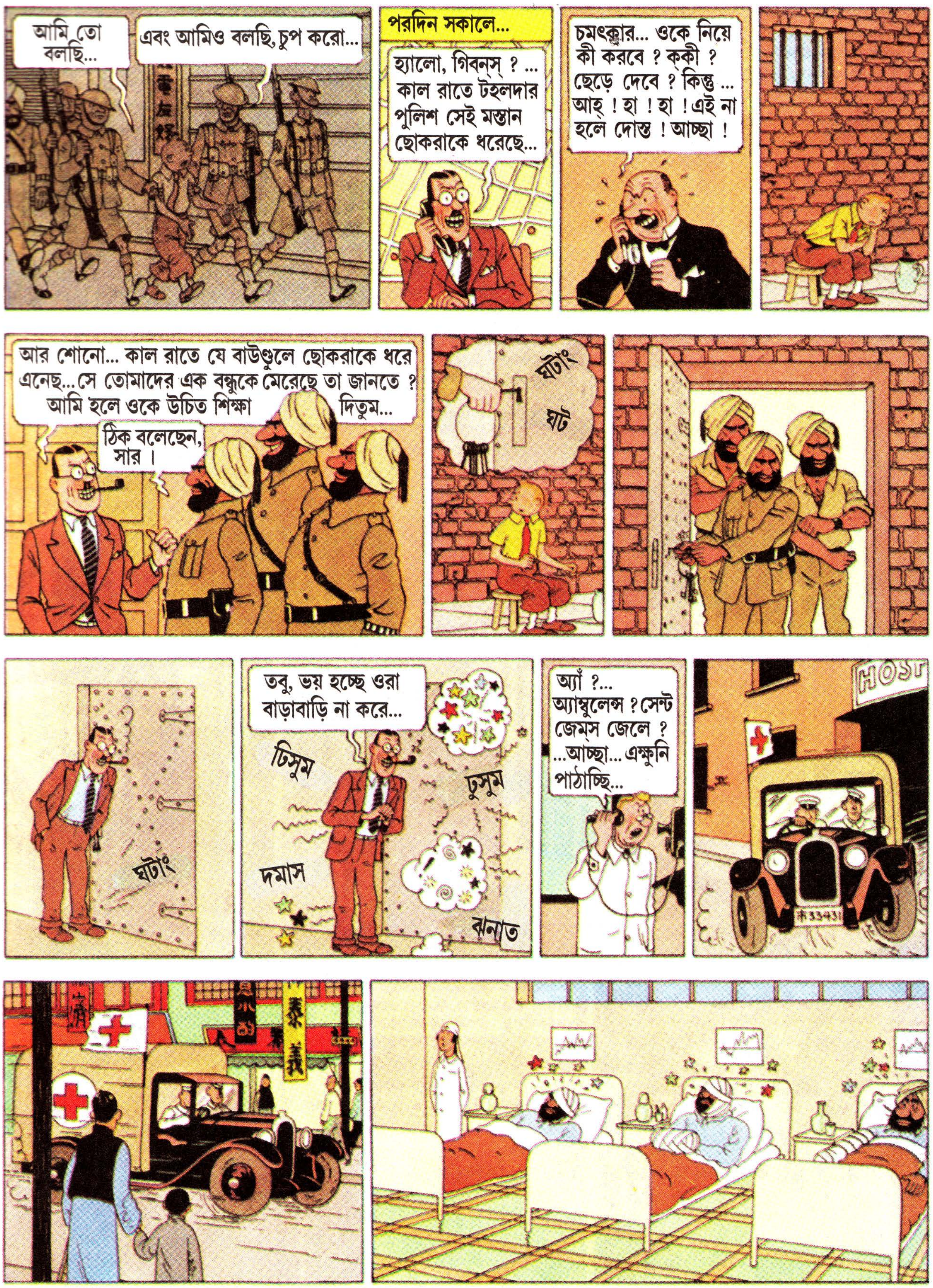
আমি তো বলছি...
এবং আমিও বলছি, চুপ করো...
পরদিন সকালে...
হ্যালো, গিবন্‌স্ ?... কাল রাতে টহলদার পুলিশ সেই মস্তান ছোকরাকে ধরেছে...
চমৎকার... ওকে নিয়ে কী করবে ? ক্কী ? ছেড়ে দেবে ? কিন্তু... আহ্ ! হা ! হা ! এই না হলে দোস্ত ! আচ্ছা !
আর শোনো... কাল রাতে যে বাউণ্ডুলে ছোকরাকে ধরে এনেছে...সে তোমাদের এক বন্ধুকে মেরেছে তা জানতে ? আমি হলে ওকে উচিত শিক্ষা দিতুম...
ঠিক বলেছেন, সার ।
ঘটাং
ঘট
ঘটাং
তবু, ভয় হচ্ছে ওরা বাড়াবাড়ি না করে...
ঢিসুম
ঢুসুম
দমাস
ঝনাত
অ্যাঁ ?... অ্যাম্বুলেন্স ? সেন্ট জেম্‌স জেলে ? ...আচ্ছা... এক্ষুনি পাঠাচ্ছি...

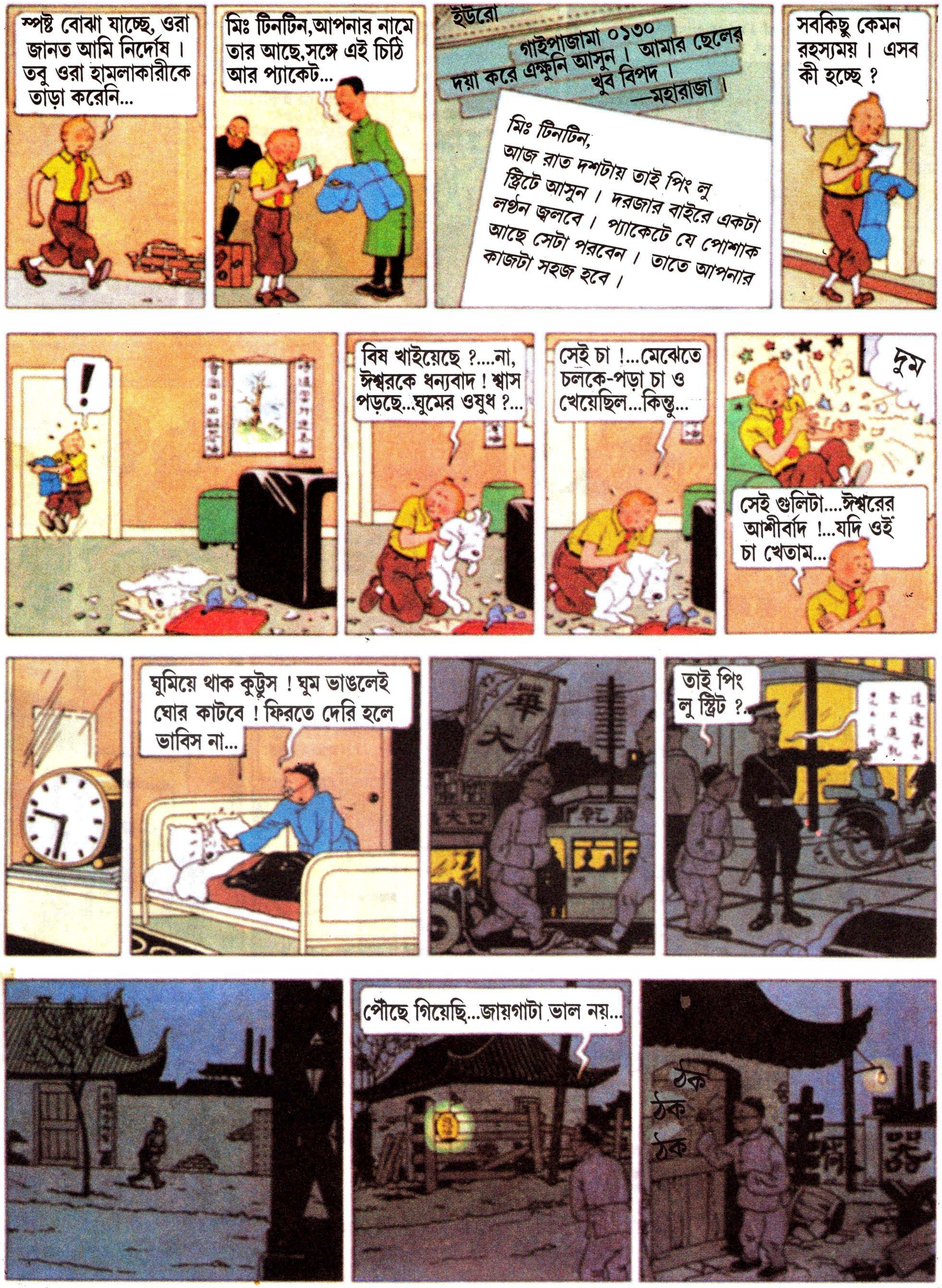
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওরা জানত আমি নির্দোষ । তবু ওরা হামলাকারীকে তাড়া করেনি...
মিঃ টিনটিন,আপনার নামে তার আছে,সঙ্গে এই চিঠি আর প্যাকেট...
ইউরো
গাইপাজামা ০১৩০
দয়া করে এক্ষুনি আসুন । আমার ছেলের খুব বিপদ ।
—মহারাজা ।
মিঃ টিনটিন,
আজ রাত দশটায় তাই পিং লু স্ট্রিটে আসুন । দরজার বাইরে একটা লণ্ঠন জ্বলবে । প্যাকেটে যে পোশাক আছে সেটা পরবেন । তাতে আপনার কাজটা সহজ হবে ।
সবকিছু কেমন রহস্যময় । এসব কী হচ্ছে ?
!
বিষ খাইয়েছে ?....না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! শ্বাস পড়ছে...ঘুমের ওষুধ ?...
সেই চা !...মেঝেতে চলকে-পড়া চা ও খেয়েছিল...কিন্তু...
দুম
সেই গুলিটা....ঈশ্বরের আশীর্বাদ !...যদি ওই চা খেতাম...
ঘুমিয়ে থাক কুট্টুস ! ঘুম ভাঙলেই ঘোর কাটবে ! ফিরতে দেরি হলে ভাবিস না...
তাই পিং লু স্ট্রিট ?...
পৌঁছে গিয়েছি...জায়গাটা ভাল নয়...
ঠক
ঠক
ঠক

আশ্চর্য !....কেউ সাড়া দিচ্ছে না...
ঠিক আছে,আমি ভেতরে যাব ।
কেউ নেই ?...
!
আপনিই কি আমাকে এখানে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলেন ?
মাফ করবেন,আপনিই কি...
শুনুন, আপনি কি কালা ?
নাকি এটা ঠাট্টা ?
ঠিক আছে, আপনার বলার কিছু না থাকলে আমি চলি ।
আমাকে ডেকেছিলেন কেন বলবেন কি ?
অদ্ভুত মুখভঙ্গি...
নির্বিকার !...আমার চলে যাওয়াই ভাল...
দাঁড়ান ! যাবেন না !...
আপনাকে কিছু বলতে চাই....
কিন্তু সময় হলে তবেই বলব !
লাও জু বলেছিলেন : পথ খুঁজে পেতেই হবে ! পেয়েছি। আপনাকেও পেতে হবে...
মানে ?
আপনার মুণ্ডুটা কেটে ফেলব । তা হলেই সত্যের সন্ধান পাবেন !
?

শোনো, ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমি শুধু তোমার মুণ্ডুটা কেটে নেব !
বদ্ধ পাগল !
হুউউউস
এক মিনিটও লাগবে না ! দেখতেই পাবে...
যা সন্দেহ করেছিলুম...ওর ঘাড়ে ফুটো...রাজাইজা ! বেচারার জন্য কী করা যায়?
অফিসার, এই বেচারা পাগলকে পেয়েছি। ওর একটা ব্যবস্থা করতে পারেন ?
পুলিশ ওর ভার নেবে...কিন্তু আমি ফের সেই তিমিরে!
পরদিন...
RANCHI
আজ সকাল দশটায় ছাড়বে গন্তব্য বোম্বাই
মিঃ টিনটিন !
আরে, এ যে মিঃ মিৎসুহিরাতো !
শুনলুম চলে যাচ্ছেন, তাই বিদায় জানাতে এলুম। প্রার্থনা করি, যাত্রা শুভ হোক।
ধন্যবাদ। আপনাকেও শুভেচ্ছা জানাই।
তা হলে সাংহাইতে বিশেষ কিছু জানতে পারলুম না...
ভোঁওও
রেলিঙে ঝুঁকে আছে, ছেলেটাকে দেখছ ? ও-ই সে !
বুঝেছি !

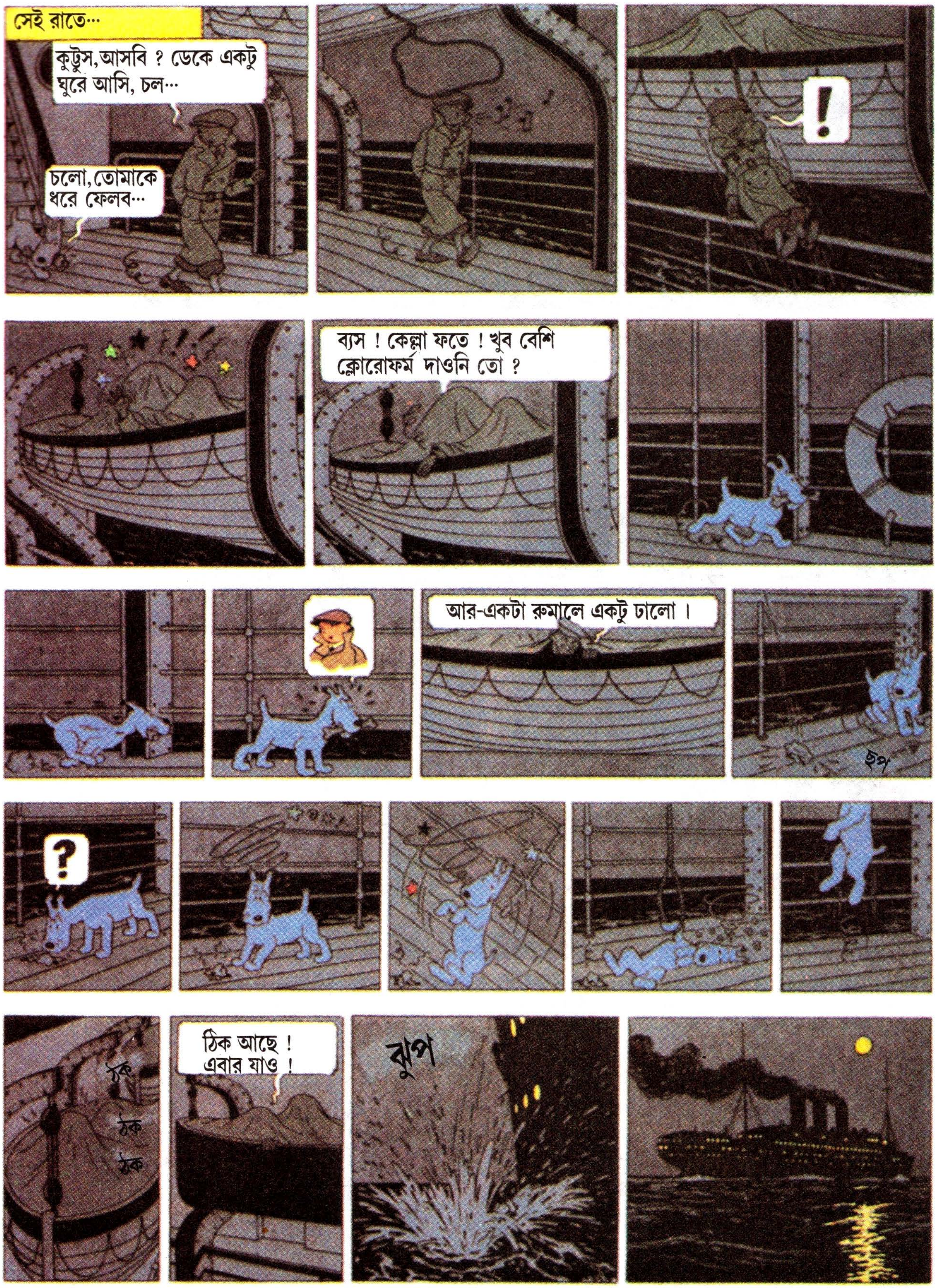

সেই রাতে···
কুট্টুস,আসবি ? ডেকে একটু ঘুরে আসি, চল···
চলো,তোমাকে ধরে ফেলব···
ব্যস ! কেল্লা ফতে ! খুব বেশি ক্লোরোফর্ম দাওনি তো ?
আর-একটা রুমালে একটু ঢালো ।
ছপ
ঠক
ঠক
ঠক
ঠিক আছে ! এবার যাও !
ঝুপ

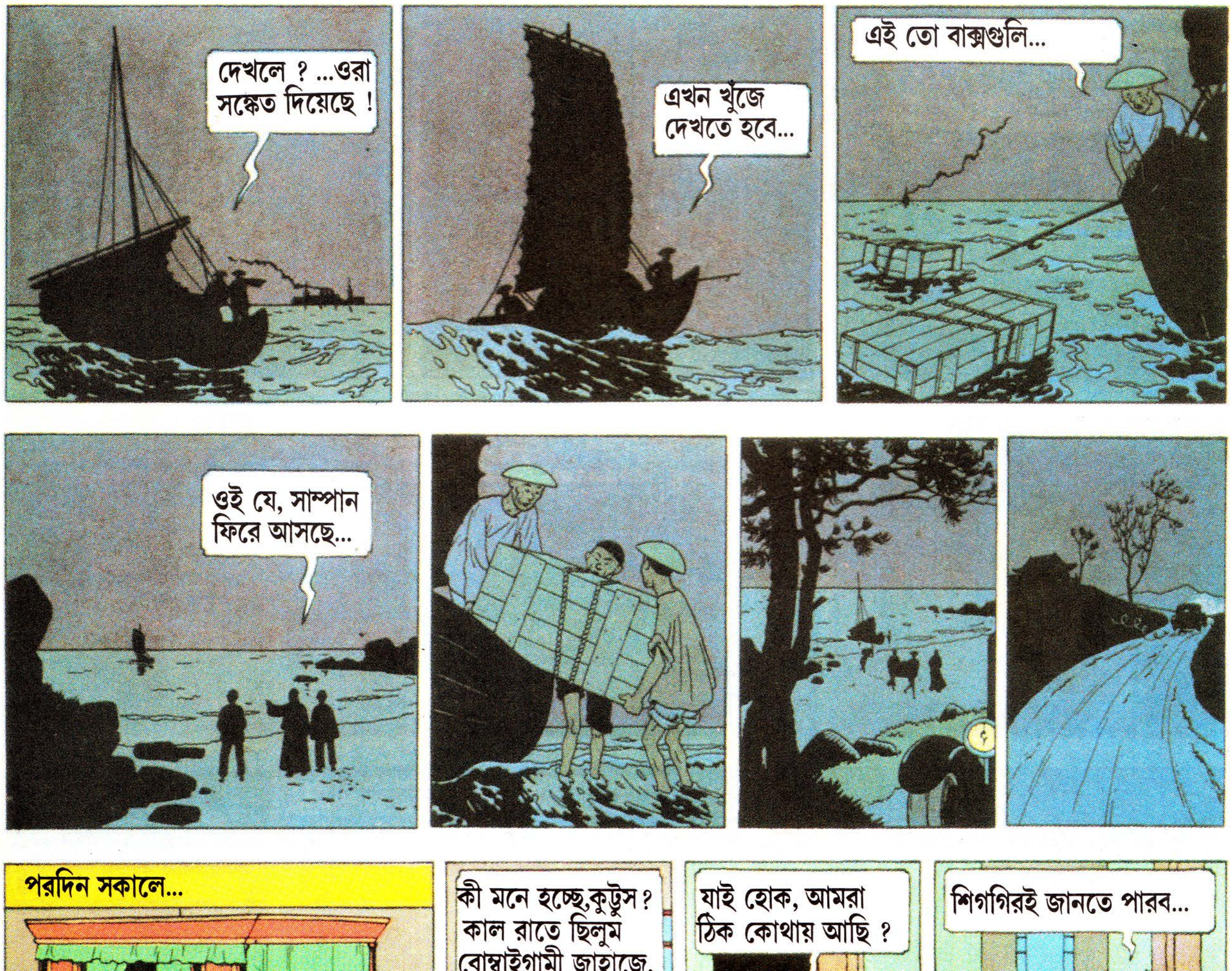
দেখলে ? ...ওরা সঙ্কেত দিয়েছে !
এখন খুঁজে দেখতে হবে...
এই তো বাক্সগুলি...
ওই যে, সাম্পান ফিরে আসছে...
পরদিন সকালে...
কী মনে হচ্ছে,কুট্টুস ? কাল রাতে ছিলুম বোম্বাইগামী জাহাজে, আর আজ সকালে এই ঘরে...
যাই হোক, আমরা ঠিক কোথায় আছি ?
শিগগিরই জানতে পারব...
হয়েছে !ওই তো উনিই বলতে পারবেন...
মাফ করবেন, সার...
সাংহাই-এর সেই পাগলটা !
রাস্তা খুঁজে পেলে ?....পাওনি...ভাল ! তা হলে তোমার মুণ্ডুটা কেটে নিই !...
আবার !

ডিডি ! থামো !
এখান থেকে যাও... সহবত মনে রেখো...
হ্যাঁ, বাবা...
আমি ওয়াং চেন-ই । এক্ষুনি যে-হতভাগ্যকে দেখলেন, আমি তার বাবা । যে-রাতে সাংহাইতে আপনার কাছে ওর যাওয়ার কথা, সেই রাতেই শত্রুর আক্রমণে ও পাগল হয় । আপনাকে ও পাহারা দিচ্ছিল ।
ক্র্যাক্
দুম
তা হলে উনিই !
উনি আমাকে বাঁচিয়েছেন । কিন্তু পাহারা দিচ্ছিলেন কেন, আর কেন আমার যাত্রায় বাধা পড়ল ?...
জোর করে ধরে এনেছি বলে ক্ষমা চাইছি । কিন্তু যে তার পেয়ে ভারতে ফিরে যাচ্ছেন সেটা ভুয়ো। সেই রাতে আমার ছেলে আপনাকে সব বলতে গিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বাদ সাধল । চিনে আপনাকে থাকতেই হবে...
আমাকে চিনে থাকতেই হবে ?... কিন্তু কেন ?
আমার সঙ্গে আসবেন? এলে বুঝতে পারবেন...
কুট্টুস এখানে লক্ষ্মী হয়ে থাক!
এই বন্ধুটি বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন...
মিঃ টিনটিন, আপনাকে সব বুঝিয়ে বলার সময় হয়েছে...
এই হল ড্রাগনপুত্রদের সদর দফতর । এটা একটা গুপ্ত সমিতি । যে সর্বনাশা মাদক আমাদের দেশকে ধ্বংস করছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামই আমাদের ব্রত । আমাদের প্রধান শত্রু এক জাপানি,নাম মিৎসুহিরাতো,আপনার চেনা...
মিৎসুহিরাতো ?...
বাহ্ ! বাহ্ !একে দিয়েই হাত মক্শ করছি না কেন ?
আমার কাছে ও কী চায় ?

হ্যাঁ, মিৎসুহিরাতো। ও এখানে জাপানের গুপ্তচর... আর সেইসঙ্গে মানুষের মুখোশে ও এক ভয়ঙ্কর শয়তান...
হ্যাল্লো, টোকিয়ো ?
...গুপ্তচরবৃত্তিতে খুশি না থেকে ও আফিম পাচারকারিদের দলে ভিড়েছে...ও তাদের সর্বত্র আফিম চালানে সাহায্য করে... বেশির ভাগ চিনে।
হ্যাল্লো... টোকিয়ো বলছি.. তুমি ?...
হ্যাঁ, এক্সেলেন্সি...সব ঠিক ...টিনটিন ?...ভারতের পথে... তার পেয়ে ফিরে গেছে...তার অবশ্য আমিই করেছিলুম...ড্রাগন-পুত্ররা বাধা দিয়েছিল...ওদের আমি টিট করেছি...
চমৎকার !...এখন রাস্তা সাফ... মানে বুঝতে পারছ...সফল হলেই তুমি ফুজিয়ামা পুরস্কার পাবে... প্রথম শ্রেণী !
সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ নেই, এক্সেলেন্সি,যদি আপনার প্রচারব্যবস্থা ঠিক থাকে...থাকবে ?...ভাল কথা ! তা হলে ছেড়ে দিচ্ছি, এক্সেলেন্সি...
আপনার সাহায্য পাব আশা করে ভারতে লোক পাঠিয়েছিলুম...কিন্তু মিৎসুহিরাতোর গুপ্তচরচক্র ধুরন্ধর। ওদের হামলায় আমাদের লোকটি পাগল হয়ে যায়...তবু আপনি এখানে এলেন, আর...
ভৌ ! ভৌ !
এ তো কুট্টুস !
কুট্টুস !..ও নেই !
তোমাকে পথ খুঁজতে সাহায্য করব। চিন্তা নেই, সোজা ব্যাপার ...মুণ্ডুটা কেটে নেওয়া...
দ্যাখো, খড়্গে কেমন ধার...

আমার ছেলের ঘরে গিয়ে দেখছি...
ডিডি !...
বাবা, একটা মজার পরীক্ষা দেখবে এসো !...
আর কখনও এমন করবে না !
তা হলে তোকে ফিরে পেলুম, কুট্টুস !
আমার ছেলেকে ক্ষমা করবেন, টিনটিন । বেচারার মাথার ঠিক নেই...
মিঃ ওয়াং, এই বিষের প্রতিষেধক খুঁজতে আপ্রাণ চেষ্টা করব...
আপনার চিন-এ আসা ঠেকাতে না পেরে মিৎসুহিরাতো আপনাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইল । বিফল হয়ে আপনাকে খুন করতে চেষ্টা করল । এখন ওর ধারণা, আপনি ভারতের পথে । ও বেতারে যোগাযোগ রাখে...
বেতারে ?...আচ্ছা ...কী আপসোসের কথা...আমার বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটা জাহাজে আমার বাক্সের মধ্যে রয়ে গেছে...
আপনার বাক্স আপনার সঙ্গেই এসেছে, বন্ধু । আপনার সব জিনিসই আমরা নিয়ে এসেছি...
দেখুন...এই অদ্ভুত তারটি একদিন গাইপাজামায় আমার গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়েছিল । এর মাথামুণ্ডু তখন আমি বুঝতে পারিনি...
পরে, চিনের পথে, ওর মানে বুঝতে পারি । মানেটা দাঁড়ায় : "জিনিস পাঠাও । প্রত্যেক সপ্তাহে এই সময় শুনবে ।"
ইয়োকোহামা দেখে মনে হল প্রেরক জাপানি... এবং... দাঁড়ান ! একই তরঙ্গে আবার বার্তা...
নীল আকাশ
কমলকলি
আজ নয় কাল
রাত ঘনায়
দশটা তারা
প্রত্যেক পঙক্তির প্রথম শব্দটি নিলে হয় : "নীলকমল আজ রাত দশটা"...কিন্তু তাতেও অর্থ হচ্ছে না...
নীলকমল...দাঁড়ান...হ্যাঁ, সাংহাইতে ওই নামে একটি আফিমের আড্ডা আছে ! ...
আজ ওখানে যাব...
সেইদিন রাত দশটায়...
নীল কমল

吉慶如意
না, মিঃ মিৎসুহিরাতো আসেননি, তবে এক্ষুনি এসে পড়বেন ।
আমি এখানে অপেক্ষা করছি...
নমস্কার সার । আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন...
হ্যাঁ, জানি ।
এই রইল ৫০০০ ডলার অগ্রিম । কাজ হয়ে গেলে আবার এতটাই পাবেন, কিন্তু মনে রাখবেন, মুখ খুললেই মৃত্যু !...বুঝেছেন ?...চলি ।
শুভরাত্রি, হুজুর ।
গাড়িতে উঠুন...

সবকিছু সঙ্গে এনেছেন ?
হুঁশিয়ার !...
পৌঁছে গিয়েছি...
এখন তা হলে কাজ শুরু হোক !
বড্ড শীত...ওরা
কী করছে ?
গা ঢাকা দিচ্ছে?
সন্দেহ হচ্ছে...
চমৎকার !
চেংফু স্টেশন ?...ডাকাতরা লাইন
উড়িয়ে দিয়েছে...১২৩
নম্বর পোস্ট।
হিহিহি !
জমে যাচ্ছি !
হ্যাঁচ্চোওওও !
!
?
ওখানে কেউ আছে !
দেখুন ! নিশ্চয় গুপ্তচর !
দুম

ওই গাড়িটা ! যদি ধরতে পারি ...
এই রে ... টিনটিন !
সমর মন্ত্রক টোকিয়ো চিনা দস্যুরা সাংহাই-নানকিং রেলপথ উড়িয়ে দিয়েছে !
সম্পত্তির ক্ষতি উল্লেখযোগ্য নয় ।
উল্লেখযোগ্য নয় ! শিগগিরই মজা দেখাচ্ছি ...
রেডিয়ো টোকিয়ো ! চিনা গেরিলাদের ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে !
... দস্যুরা ট্র্যাক উড়িয়ে দিয়ে ...
... ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের ওপর হামলা করেছে ...
... আত্মরক্ষা করতে গিয়ে অনেক যাত্রী নিহত হয়েছে !
১২ জন জাপানি প্রাণ দিয়েছে । হামলার পরে ...
... শতাধিক দস্যু লুণ্ঠিত সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে ।
টোকিয়ো এক্সপ্রেস ! ... গরম খবর ! রেলগাড়িতে চিনা দস্যুর হামলা ! ...
... দূর প্রাচ্যের আইন এবং সভ্যতার রক্ষকের কর্তব্য জাপান কখনও ভুলতে পারে না ... এই মহান কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত সৈনিকদের জয় হোক ! ...
... জাপান আবার দূর প্রাচ্যের আইন এবং সভ্যতার রক্ষক হিসাবে তার কর্তব্য পালন করেছে ! চিনের মঙ্গলের জন্যই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সেখানে সেনা পাঠাতে বাধ্য হয়েছে !
LEAGUE OF NATIONS
খিক্ ! খিক্ ! তোমাকে সতর্ক করে দিইনি এ-কথা বলতে পারবে না ! খুদে টিকটিকিদের পক্ষে চিন মোটেই স্বাস্থ্যকর জায়গা নয় !

টিনটিনের এত দেরি হচ্ছে কেন ...
ও কোথায় যেতে পারে ?
ড্রাইভার তোমাকে সাংহাই পৌঁছে দেবে ...খুদে বন্ধুর সঙ্গে আমার কিছু কাজ বাকি আছে !
ওরা আমাকে এখানে আটকে রেখেছে ...এর পরে কী করবে ?
আপনার দিকে নজর দিতে দেরি হল বলে মাফ করবেন ।
আমাকে নিয়ে কী করতে চাইছেন ?
একটু আনন্দ পেতে চাইছি । আপনাকে কেউ সাংহাই-এর এই শহরতলিতে আসতে দ্যাখেনি, ফিরে যেতেও কেউ দেখবে না ।
আপনি আমার করুণানির্ভর । আমি ইচ্ছে করলেই আপনি উবে যাবেন ! ...তবে সবকিছু বিবেচনা করে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করলাম ...
!
মাফ করবেন ... আমি ফিরে এলুম বলে ...
অবশ্যই ... আপনার যেমন অভিরুচি ...
কবুল করছি, এটা আশা করিনি ...
জানেন এটা কী ? ...
উন্মাদক বিষ !!!
রাজা
ছোট্ট একটি খোঁচা ... তারপরে ছেড়ে দেব...
ভয় পাবেন না ! ...শুধু একটুখানি ... বাড়াবাড়ি করতে চাই না !
দেখলেন তো ! ... বেশি সময় লাগল না ...
আমি পাগল হয়ে যাব !
আর চ্যাং ? ... সেও ফিরে আসেনি ?
না, উনিও আসেননি ।
যা-ই ঘটুক, টিনটিনকে খুঁজে বের করতেই হবে ! ...
এক দুই সাড়ে তিন রাজা নাচে ধিন ধিন ! ...
খোকাবাবু, এবার তুমি যাও !
তিড়িং-বিড়িং গঙ্গাফড়িং

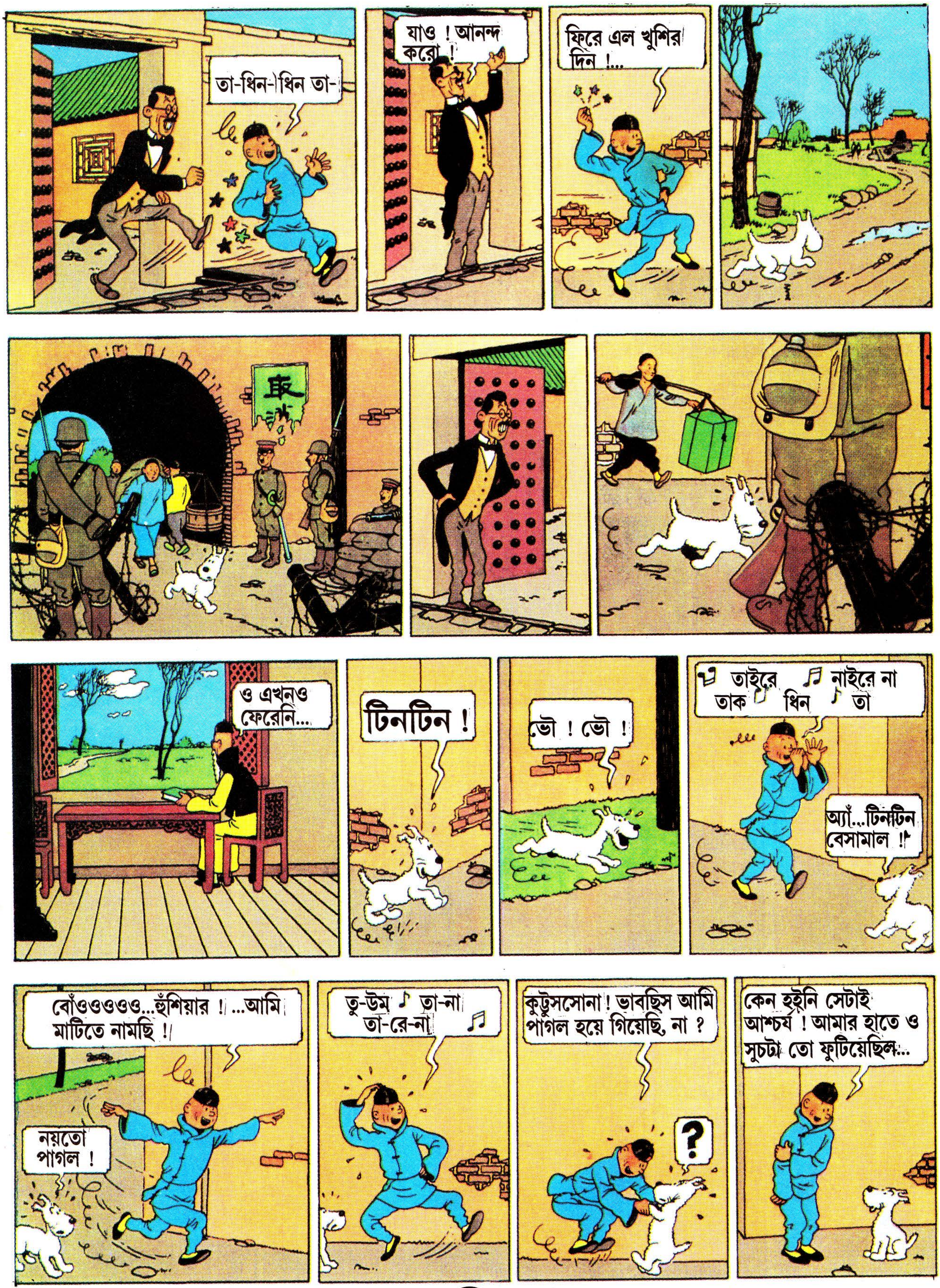

তা-ধিন-ধিন তা-
যাও ! আনন্দ করো !
ফিরে এল খুশির দিন !...
ও এখনও ফেরেনি...
টিনটিন !
ভৌ ! ভৌ !
তাইরে নাইরে না তাক ধিন তা
অ্যাঁ...টিনটিন বেসামাল !
বোঁওওওওও...হুঁশিয়ার ! ...আমি মাটিতে নামছি !
নয়তো পাগল !
তু-উম তা-না তা-রে-না
কুট্টুসসোনা ! ভাবছিস আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, না ?
?
কেন হইনি সেটাই আশ্চর্য ! আমার হাতে ও সুচটা তো ফুটিয়েছিল...

সর্বনাশ ! এ তো রাজাইজা নয় ! ওকে তা হলে কী... ?
চ্যাং মিৎসুহিরাতোর বাড়িতে নজর রাখতে গিয়েছিল, প্রভু... ও ফিরেছে...
ওকে এখনই ডাকো !
আমি পাশের ঘরে লুকিয়ে ছিলুম। রাজাইজার বোতলে রঙিন জল ভরে রেখে এসেছি আর বিষটা নিয়ে এসেছি। ওর পিস্তল আর ছুরিটার ব্যবস্থাও করে এসেছি...
ওকে এখনই খুঁজে পাব। বেশি দূরে যায়নি।
ওই যে !!...
!
ক্লিক
?
আমার স্পষ্ট মনে আছে পিস্তলে গুলি ছিল...যাক, এখনও ছুরিটা আছে !...
কী সর্বনাশ ! ফলাটা রবারের !
!
!
এবং ওটাও হয়তো রবার দিয়ে তৈরি !...
এক ঘণ্টা বাদে...
মেজর, টিনটিন নামে চিনের এক ইউরোপীয় চর আমাকে প্রায় খুন করেছিল !
এখন মিঃ ওয়াঙের কাছে ফিরতেই হবে...
৫০০০ ইয়েন পুরস্কার! টিনটিন
!
সময় নষ্ট না করে আমাকে এই শহর ছেড়ে পালাতে হবে...

জাপানি সিপাইরা দরজায় নজর রাখছে ।পালাতে পারব না !...
শহর থেকে পালাব কী করে ?...
?
আপনাকে ধরিয়ে দিলে জাপানিরা পুরস্কার দেবে !

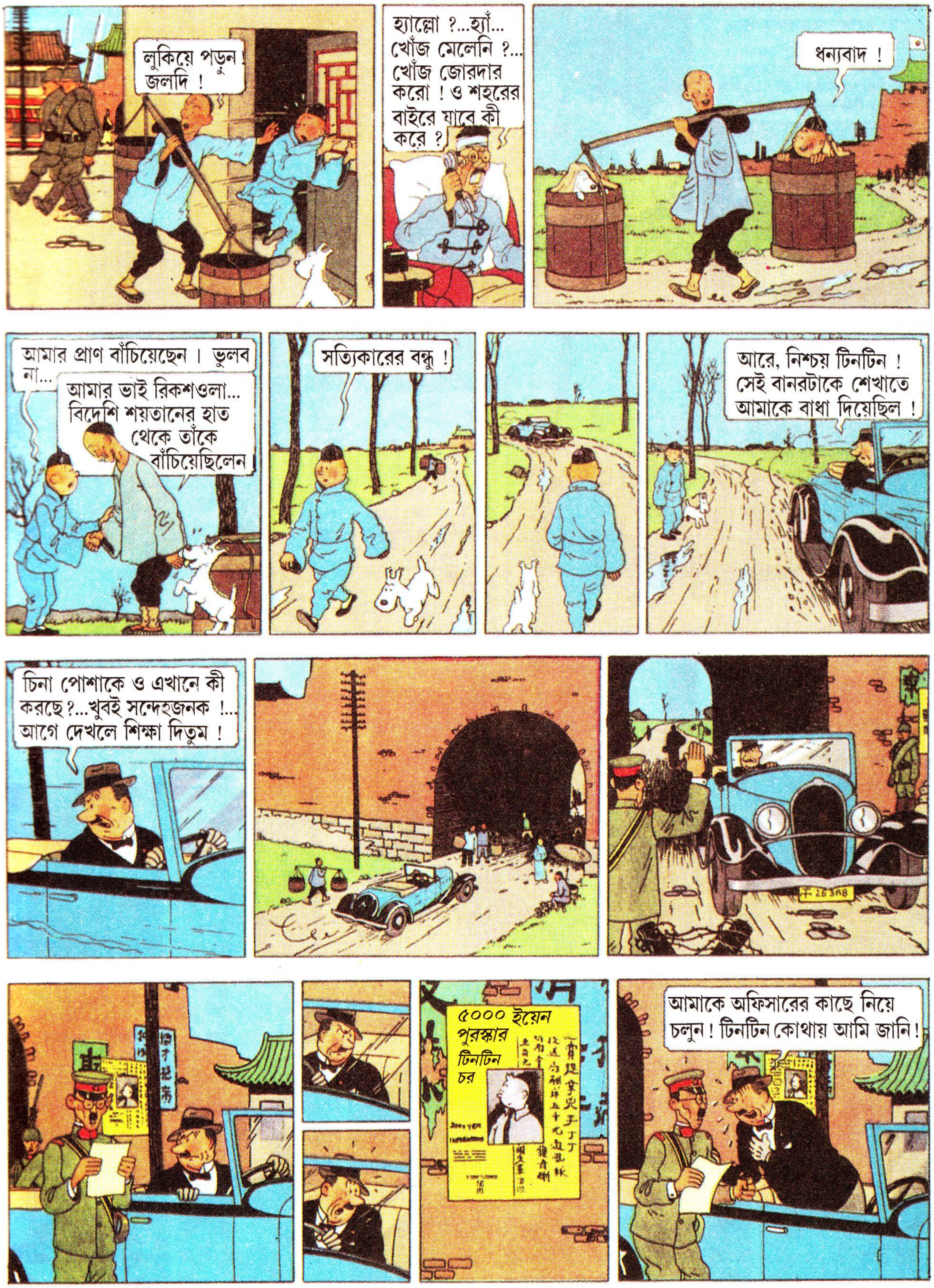

লুকিয়ে পড়ুন ! জলদি !
হ্যাল্লো ?...হ্যাঁ... খোঁজ মেলেনি ?... খোঁজ জোরদার করো ! ও শহরের বাইরে যাবে কী করে ?
ধন্যবাদ !
আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন । ভুলব না...
আমার ভাই রিকশওলা... বিদেশি শয়তানের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন
সত্যিকারের বন্ধু !
আরে, নিশ্চয় টিনটিন ! সেই বানরটাকে শেখাতে আমাকে বাধা দিয়েছিল !
চিনা পোশাকে ও এখানে কী করছে ?...খুবই সন্দেহজনক !... আগে দেখলে শিক্ষা দিতুম !
৫০০০ ইয়েন পুরস্কার
টিনটিন চর
আমাকে অফিসারের কাছে নিয়ে চলুন ! টিনটিন কোথায় আমি জানি !

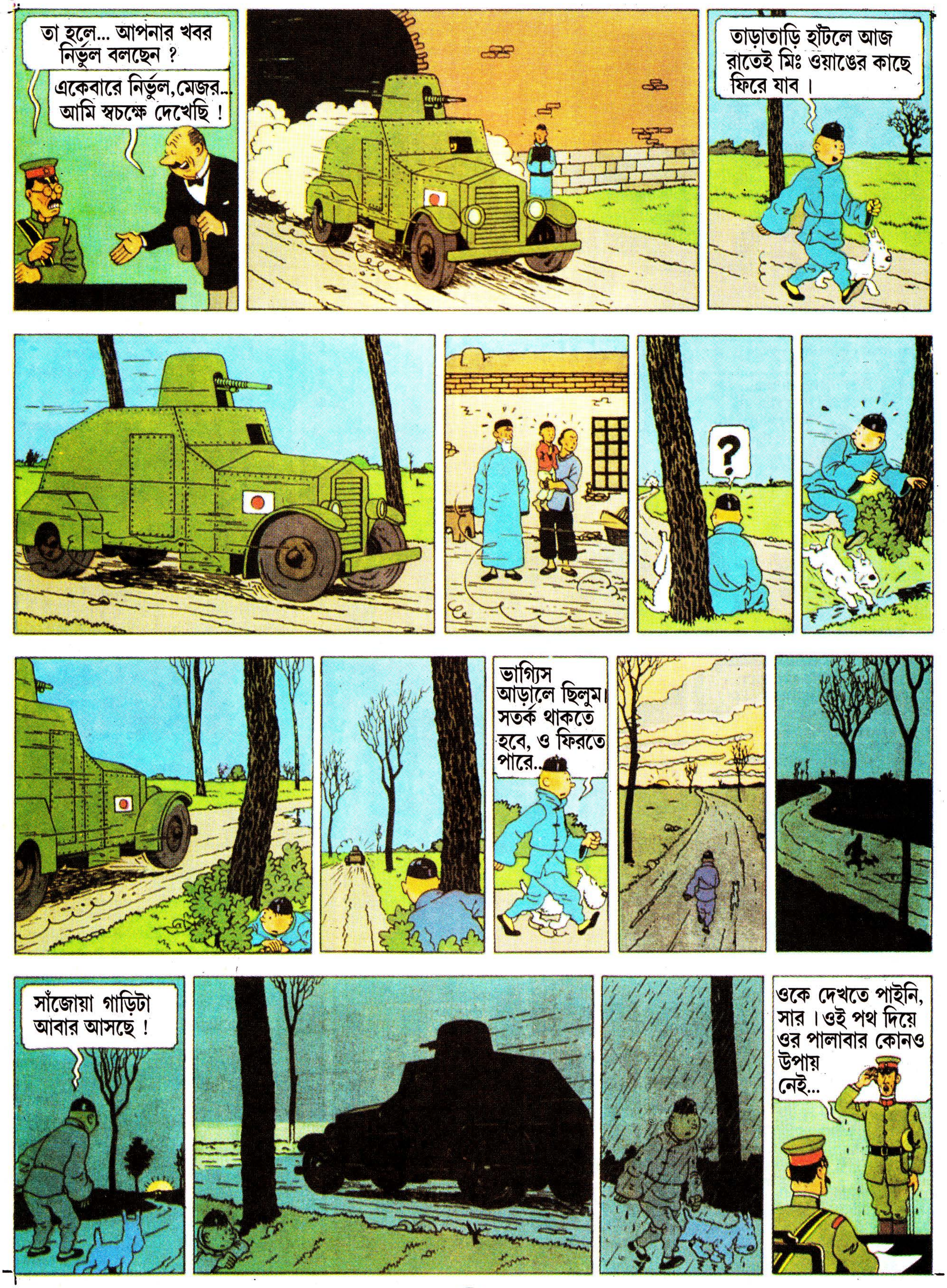
তা হলে... আপনার খবর নির্ভুল বলছেন ?
একেবারে নির্ভুল,মেজর... আমি স্বচক্ষে দেখেছি !
তাড়াতাড়ি হাঁটলে আজ রাতেই মিঃ ওয়াঙের কাছে ফিরে যাব ।
?
ভাগ্যিস আড়ালে ছিলুম। সতর্ক থাকতে হবে, ও ফিরতে পারে...
সাঁজোয়া গাড়িটা আবার আসছে !
ওকে দেখতে পাইনি, সার । ওই পথ দিয়ে ওর পালাবার কোনও উপায় নেই...

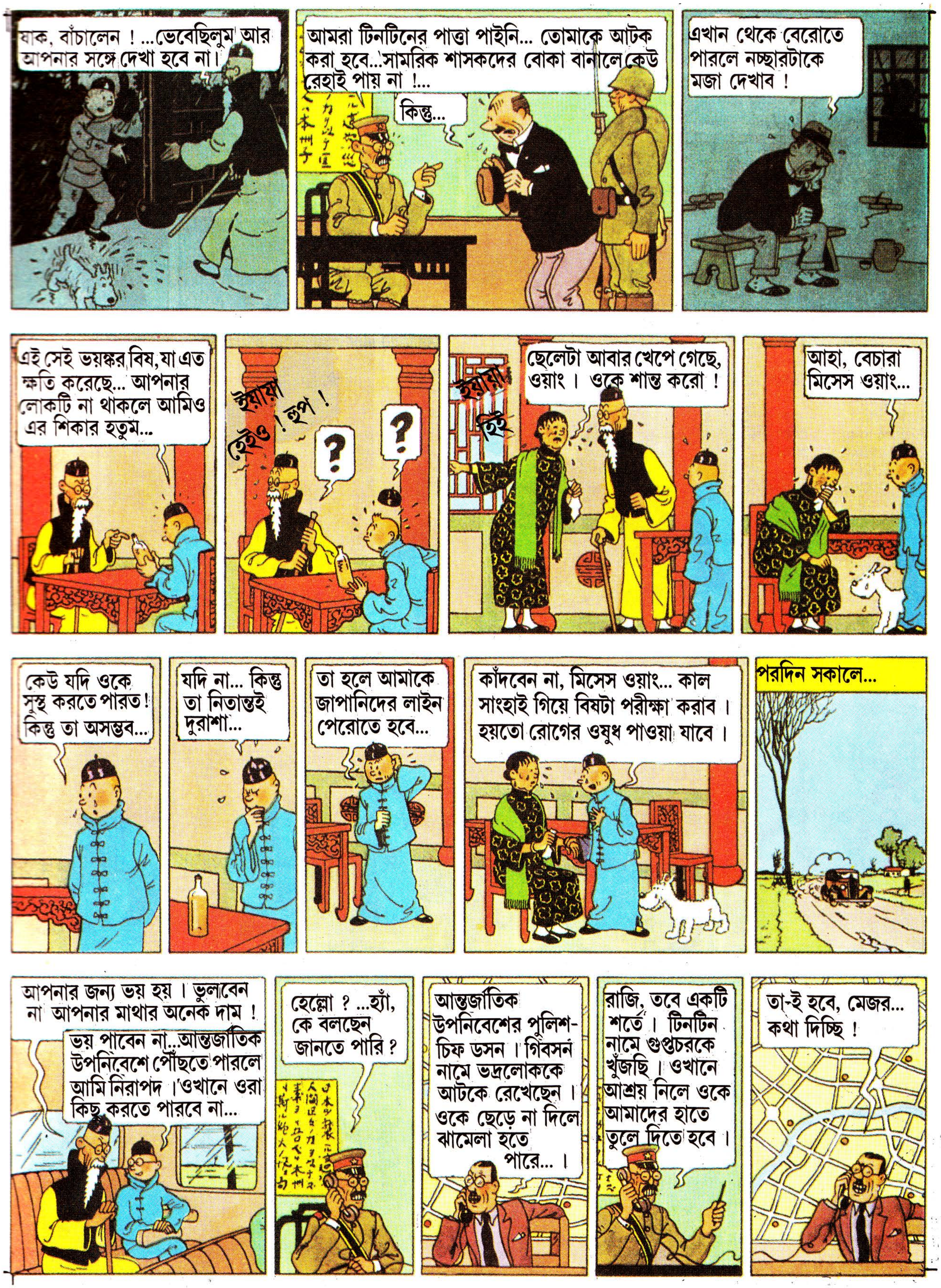

যাক, বাঁচালেন ! ...ভেবেছিলুম আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।
আমরা টিনটিনের পাত্তা পাইনি... তোমাকে আটক করা হবে...সামরিক শাসকদের বোকা বানালে কেউ রেহাই পায় না !...
কিন্তু...
এখান থেকে বেরোতে পারলে নচ্ছারটাকে মজা দেখাব !
এই সেই ভয়ঙ্কর বিষ, যা এত ক্ষতি করেছে... আপনার লোকটি না থাকলে আমিও এর শিকার হতুম...
হুয়ায়া
হেইও ! হুপ !
?
?
হুয়ায়া
হিহ্
ছেলেটা আবার খেপে গেছে, ওয়াং । ওকে শান্ত করো !
আহা, বেচারা মিসেস ওয়াং...
কেউ যদি ওকে সুস্থ করতে পারত ! কিন্তু তা অসম্ভব...
যদি না... কিন্তু তা নিতান্তই দুরাশা...
তা হলে আমাকে জাপানিদের লাইন পেরোতে হবে...
কাঁদবেন না, মিসেস ওয়াং... কাল সাংহাই গিয়ে বিষটা পরীক্ষা করাব । হয়তো রোগের ওষুধ পাওয়া যাবে ।
পরদিন সকালে...
আপনার জন্য ভয় হয় । ভুলবেন না আপনার মাথার অনেক দাম !
ভয় পাবেন না...আন্তর্জাতিক উপনিবেশে পৌঁছতে পারলে আমি নিরাপদ । ওখানে ওরা কিছু করতে পারবে না...
হেল্লো ? ...হ্যাঁ, কে বলছেন জানতে পারি ?
আন্তর্জাতিক উপনিবেশের পুলিশ-চিফ ডসন । গিবসন নামে ভদ্রলোককে আটকে রেখেছেন । ওকে ছেড়ে না দিলে ঝামেলা হতে পারে... ।
রাজি, তবে একটি শর্তে । টিনটিন নামে গুপ্তচরকে খুঁজছি । ওখানে আশ্রয় নিলে ওকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে ।
তা-ই হবে, মেজর... কথা দিচ্ছি !

তা হলে আপনি সত্যিই মনস্থির করে ফেলেছেন ?
হ্যাঁ । আমার জন্য ভাববেন না....আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব...
এখন সমস্যা, আমি কী করে শহরে ঢুকব ?
টিনটিন, এটা নিছক পাগলামি, তা বলে দিচ্ছি !...
অ্যাঁ ?...এখনও ধরা পড়েনি ? অপদার্থ ! ঠিক আছে, পুরস্কার দ্বিগুণ করে দাও... ১০ হাজার ইয়েন !
আজ এক নতুন জেনারেল পরিদর্শনে আসবেন । সব যেন নিখুঁত থাকে
হাতিয়ার নামাও !
?
হ্যাঁ, সার । আজ দাড়ি কামাবার সময় পাইনি ।
চারদিনের কয়েদ ?!!আমি ...খুব ভাল কথা, সার !
কাগজটা ?...ওটা এক্ষুনি উড়ে এল, জেনারেল... দুঃখিত, সার ।
?
চারদিনের কয়েদ !?! কিন্তু সার, এক টুকরো কাগজ...
আটদিন ?!!... আ-মি...ভাল কথা, সার !

নতুন জেনারেল লোকটি খুব অমায়িক, তাই না ?
সার, বেঁটে একটা লোক আপনাকে চাইছে । বলছে সে জেনারেল ।
নিয়ে এসো । মজা দেখাচ্ছি।
কিন্তু জেনারেল তো এক্ষুনি চলে গেলেন
বুদ্ধু, আমি বলছি আমিই জেনারেল হারানোচি ! একটা চিনা ছেলে রাস্তায় হামলা করে আমার উর্দি কেড়ে নিয়েছে !!...
এদিকে কেউ নেই ?....বাহ্ !
এবার চল !...
এক...
দুই...
এবং তিন !
এবার আমার নকল ভুঁড়ি খুলে ফেলি... ঠিক আছিস, কুট্টুস ?
এবার আন্তর্জাতিক উপনিবেশ...জলদি চল!
সব ঠিক আছে, আমরা পৌঁছে গিয়েছি !
দাঁড়াও !...তোমার পরিচয়পত্র !
পরিচয়পত্র ? ওটা সঙ্গে নেই..তবে আমার নাম টিনটিন আর আমি...
দুঃখিত !... চলবে না !
কিন্তু শুনুন ! দেখতেই পাচ্ছেন আমি ইউরোপীয়...
চলবে না !
সমস্যাটা কী ?
সার, ছেলেটার সঙ্গে পরিচয়পত্র নেই..
শুনুন...
বলে লাভ নেই উপনিবেশে ঢুকতে হলে পরিচয়পত্র দেখাতেই হবে...
এবার ?...সর্বনাশ ! জাপানি টহলদার ! ভেতরে যেতেই হবে । না পারলে...

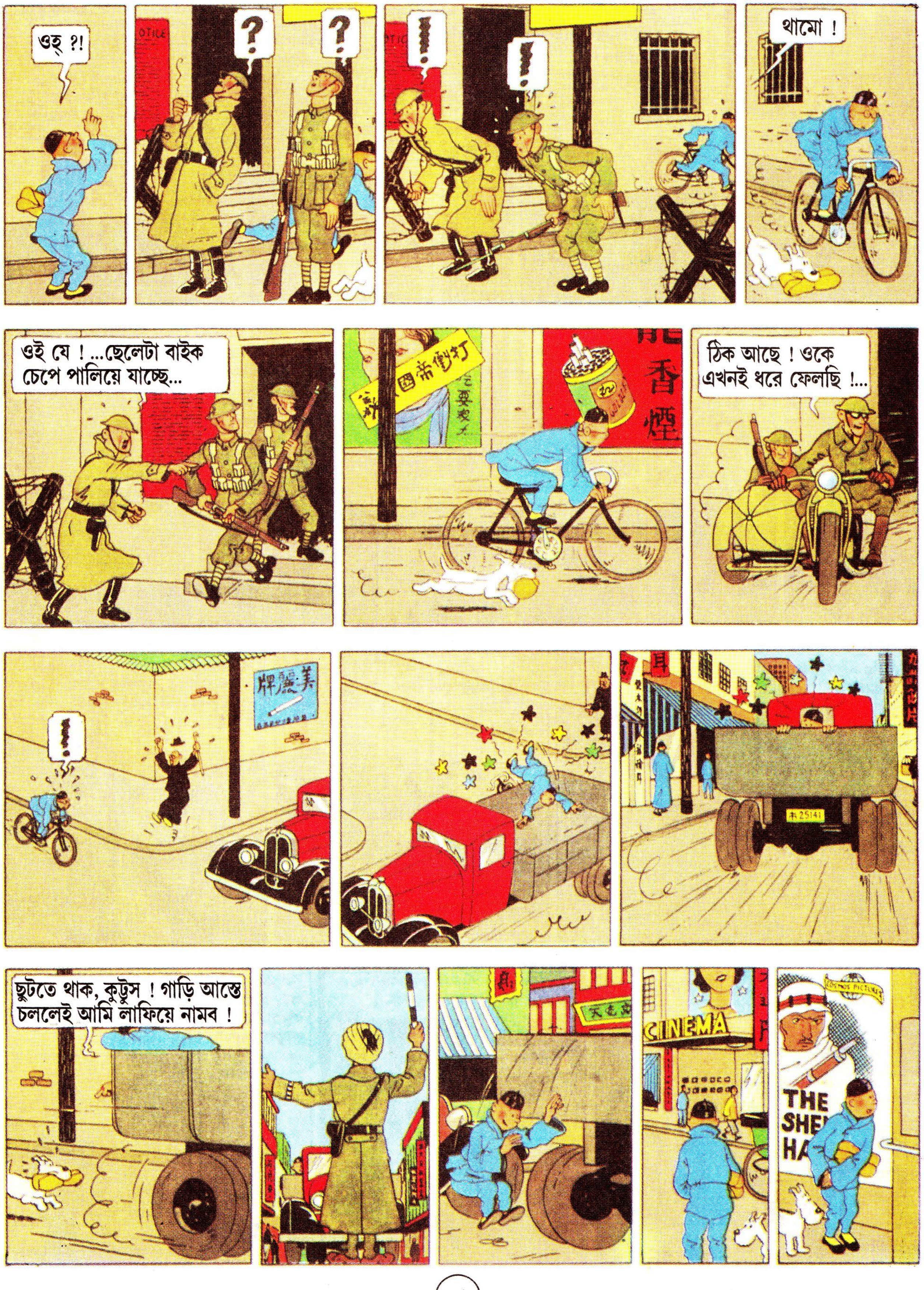
ওহ্ ?!
?
?
থামো !
ওই যে ! ...ছেলেটা বাইক চেপে পালিয়ে যাচ্ছে...
ঠিক আছে ! ওকে এখনই ধরে ফেলছি !...
ছুটতে থাক, কুট্টুস ! গাড়ি আস্তে চললেই আমি লাফিয়ে নামব !
CINEMA
THE

ও কোন দিকে গেল ?
বাঁয়ে ?...ডাইনে ?... নাকবরাবর ?
ওরা এখানে আমাদের খোঁজ করবে না !
সার, শুধু জানি ছেলেটার গায়ে চিনে পোশাক, আর নাম বলেছিল টিনটিন...
টিনটিন ? ... ঠিক শুনেছ ?
কুট্টুস, আরবে সেই ফিল্মের শুটিং মনে আছে ? যে-দৃশ্যে ঢুকে পড়েছিলুম !
বিশ্ব সংবাদ পরিক্রমা
আন্তর্জাতিক ক্রস-কান্ট্রি চ্যাম্পিয়ানদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে প্যারিস
বিজয়ী হয়ে আ-মি খুশি... এবং ভবিষ্যতে আরও ভাল করতে চেষ্টা করব...
জাতীয় সারমেয় প্রদশনীর উদ্বোধনে পিলকার্ডিনিয়ার রাষ্ট্রপতি...
ভৌ !
ভৌ !
ভৌ ! ভৌ !
চুপ কর, কুট্টুস !
সাংহাই : আমেরিকায় দীর্ঘ বক্তৃতা সফর শেষ করে বিশ্বখ্যাত উন্মাদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইং তাঁর মনোরম উদ্যানে বিশ্রাম উপভোগ করছেন...
মিঃ ওয়াঙের ছেলেকে উনিই সারাতে পারবেন
শশ্ !
চুপ !
এই !
প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইং-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই । উনি কোথায় থাকেন জানো ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ...

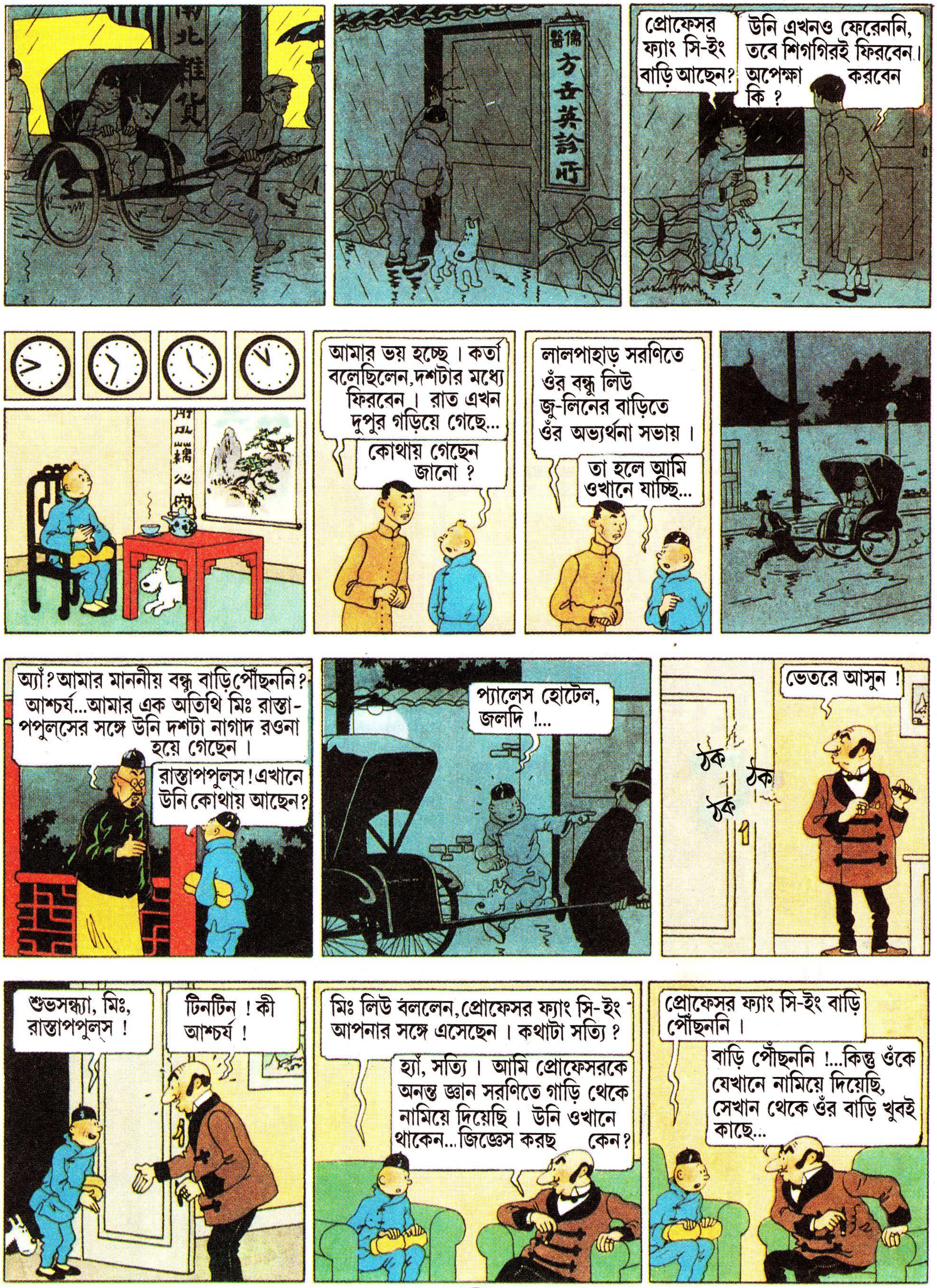
প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইং বাড়ি আছেন?
উনি এখনও ফেরেননি, তবে শিগগিরই ফিরবেন। অপেক্ষা করবেন কি ?
আমার ভয় হচ্ছে। কর্তা বলেছিলেন, দশটার মধ্যে ফিরবেন। রাত এখন দুপুর গড়িয়ে গেছে...
কোথায় গেছেন জানো ?
লালপাহাড় সরণিতে ওঁর বন্ধু লিউ জু-লিনের বাড়িতে ওঁর অভ্যর্থনা সভায়।
তা হলে আমি ওখানে যাচ্ছি...
অ্যাঁ? আমার মাননীয় বন্ধু বাড়ি পৌঁছননি? আশ্চর্য...আমার এক অতিথি মিঃ রাস্তাপপুলসের সঙ্গে উনি দশটা নাগাদ রওনা হয়ে গেছেন।
রাস্তাপপুলস্! এখানে উনি কোথায় আছেন?
প্যালেস হোটেল, জলদি !...
ঠক ঠক ঠক
ভেতরে আসুন !
শুভসন্ধ্যা, মিঃ, রাস্তাপপুলস্ !
টিনটিন ! কী আশ্চর্য !
মিঃ লিউ বললেন, প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইং আপনার সঙ্গে এসেছেন। কথাটা সত্যি ?
হ্যাঁ, সত্যি। আমি প্রোফেসরকে অনন্ত জ্ঞান সরণিতে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছি। উনি ওখানে থাকেন...জিজ্ঞেস করছ কেন?
প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইং বাড়ি পৌঁছননি।
বাড়ি পৌঁছননি !...কিন্তু ওঁকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে ওঁর বাড়ি খুবই কাছে...

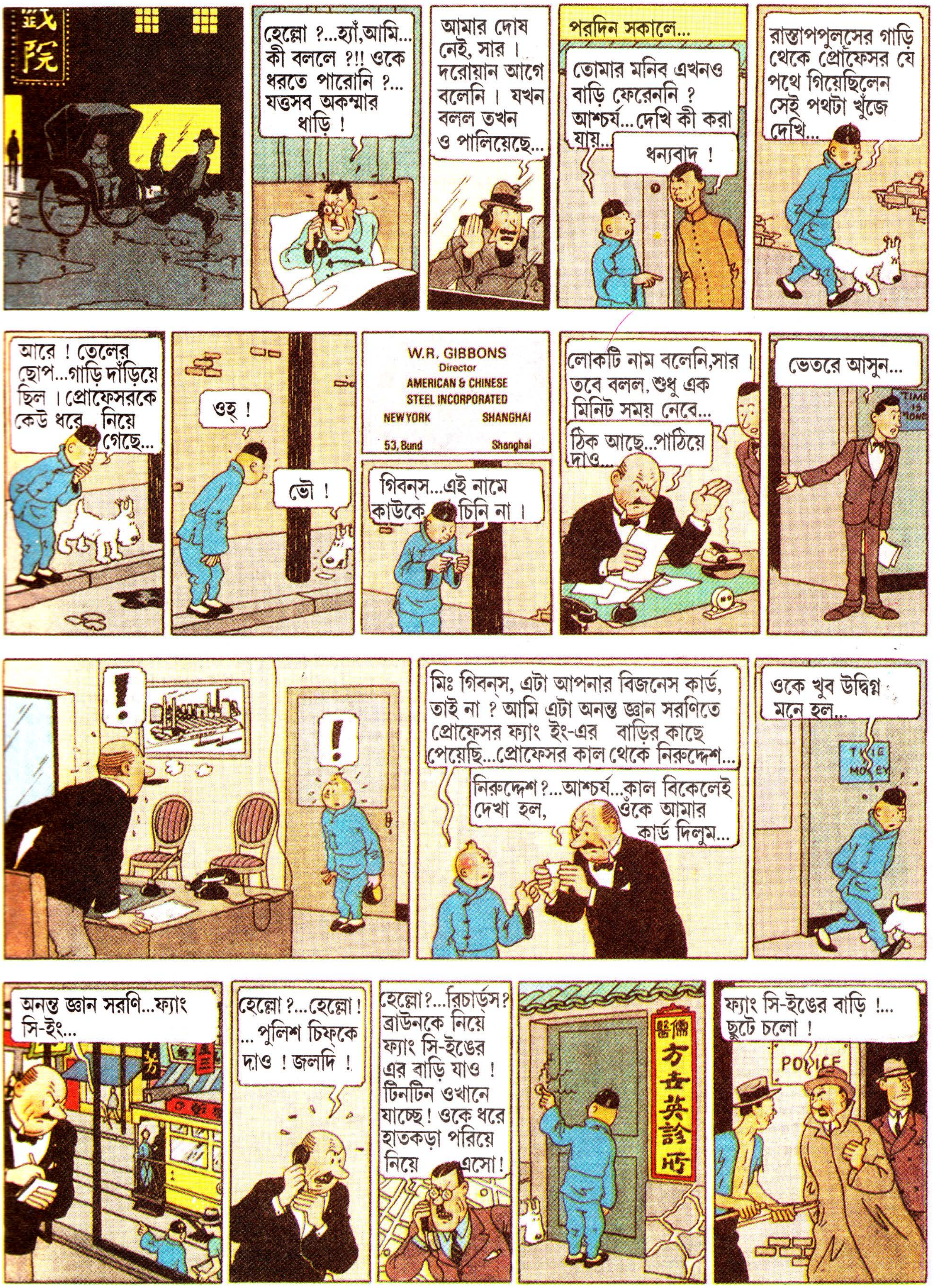

হেল্লো ?...হ্যাঁ,আমি... কী বললে ?!! ওকে ধরতে পারোনি ?... যত্তসব অকম্মার ধাড়ি !
আমার দোষ নেই, সার । দরোয়ান আগে বলেনি । যখন বলল তখন ও পালিয়েছে...
পরদিন সকালে...
তোমার মনিব এখনও বাড়ি ফেরেননি ? আশ্চর্য...দেখি কী করা যায়...
ধন্যবাদ !
রাস্তাপপুলসের গাড়ি থেকে প্রোফেসর যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথটা খুঁজে দেখি...
আরে ! তেলের ছোপ...গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল । প্রোফেসরকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে...
ওহ্ !
ভৌ !
W.R. GIBBONS
Director
AMERICAN & CHINESE
STEEL INCORPORATED
NEW YORK SHANGHAI
53, Bund Shanghai
গিবনস...এই নামে কাউকে চিনি না ।
লোকটি নাম বলেনি,সার । তবে বলল, শুধু এক মিনিট সময় নেবে...
ঠিক আছে..পাঠিয়ে দাও...
ভেতরে আসুন...
TIME IS MONEY
!
!
মিঃ গিবন্‌স, এটা আপনার বিজনেস কার্ড, তাই না ? আমি এটা অনন্ত জ্ঞান সরণিতে প্রোফেসর ফ্যাং ইং-এর বাড়ির কাছে পেয়েছি...প্রোফেসর কাল থেকে নিরুদ্দেশ...
নিরুদ্দেশ ?...আশ্চর্য...কাল বিকেলেই দেখা হল, ওঁকে আমার কার্ড দিলুম...
ওকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হল...
TIME IS MONEY
অনন্ত জ্ঞান সরণি...ফ্যাং সি-ইং...
হেল্লো ?...হেল্লো ! ... পুলিশ চিফকে দাও ! জলদি !
হেল্লো?...রিচার্ডস? ব্রাউনকে নিয়ে ফ্যাং সি-ইঙের এর বাড়ি যাও ! টিনটিন ওখানে যাচ্ছে! ওকে ধরে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে এসো!
ফ্যাং সি-ইঙের বাড়ি !... ছুটে চলো !
POLICE

ওহ্, আপনি ! ...ভেতরে আসুন সার ! এখনই কর্তার একটি চিঠি পেলুম !
একটা চিঠি ?
প্রিয় চেন,
আমি চিনা-গুণ্ডাদের হাতে বন্দি। ওরা ৫০০০০ ডলার মুক্তিপণ দাবি করেছে। পুলিশ যেন কিছুতেই জানতে না পারে। তা হলে ওরা আমাকে খুন করবে। টাকাটা ১৫ দিনের মধ্যে ইয়াংসি কিয়াং নদীর ডান পাড়ে পুরনো মন্দিরে রেখে আসতে হবে। আমার অত টাকা নেই বলে...
আমি প্রোফেসরের খোঁজে যাচ্ছি... আমি চলে গেলে তুমি এই পোঁটলাটা দেখবে ? দয়া করে এটা খুব সাবধানে রাখবে...
চিফ, আমরা টিনটিনকে ধরেছি।
শাবাশ, রিচার্ড্স ! ওকে নিয়ে এসো...
আমাকে কেন গ্রেফতার করেছেন জানতে চাই...
একটু রোসো, খোকা... সব জানতে পারবে...
হেল্লো ! ...জাপানি সীমান্ত চৌকি ? মেজর বলছেন ? ...আমি ডসন...
হ্যাঁ...হ্যাঁ... টিনটিন ! ...ওকে ধরেছেন ? অভিনন্দন !... হ্যাঁ, কথাটা সত্যি... আধ ঘণ্টার মধ্যে... রাখছি...
জঘন্য ব্যাপার ! আমি আন্তর্জাতিক এলাকায়, এবং আমাকে জাপানিদের হাতে তুলে দেওয়ার কোনও অধিকার আপনার নেই !...
উপনিবেশে ঢুকবার অনুমতিপত্র তোমার নেই... তাই তোমাকে বহিষ্কারের অধিকার আমার আছে... জাপানিরা তোমাকে গ্রেফতার করলে আমার দায়িত্ব নেই...
আধ ঘণ্টা বাদে...

হেল্লো... হ্যাঁ...
টিনটিন... ধরেছেন ?
...কাল বিচার শুরু ?
...দু'দিন চলবে ?
...ভাল !
দু'দিন পরে...
মহামান্য প্রভু,টিনটিন জাপানিদের হাতে বন্দি । তারা ওকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ! ...শহরে ইস্তাহার দেখেছি !...
বিজ্ঞপ্তি :
নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য সংগ্রাম পরিষদ টিনটিনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে :
১) গুপ্তচরবৃত্তি
২) জাপানি হত্যার চেষ্টা
৩) অফিসারকে প্রহার
৪) অবৈধভাবে উর্দি এবং পদক ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করতে মৃত্যুদণ্ডের আগে তিন দিন আসামিকে ফলক পরিয়ে রাস্তায় ঘোরানো হবে ।
তিনদিন শেষ হল...
টিনটিনের জীবন কাল ভোরেই শেষ... বাঁচার কোনও উপায় নেই...
তুমি সত্যিই ভাবছ ও রাজি হবে ?
ওরা তবে কী চায় ?
এই যে, প্রিয় বন্ধু...
মিৎসুহিরাতো !
আমি তোমার বন্ধু হয়ে এসেছি, প্রিয় টিনটিন... না, ঠাট্টা নয় । তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি !
সত্যি ?
হ্যাঁ, তবে দু'টি শর্তে । প্রথম, আমাদের গুপ্তচর বাহিনীতে যোগ দেবে । দ্বিতীয়, সেই বিষ চুরি করে কোথায় রেখেছ বলতে হবে...
শুধু এই !
হ্যাঁ । এই রইল দশ হাজার ডলার । রাজি হলে টাকাটা পাবে আর পাবে আজ রাতেই মুক্তি...
ও রাজি হয়নি ?
কী করে বুঝলেন ?

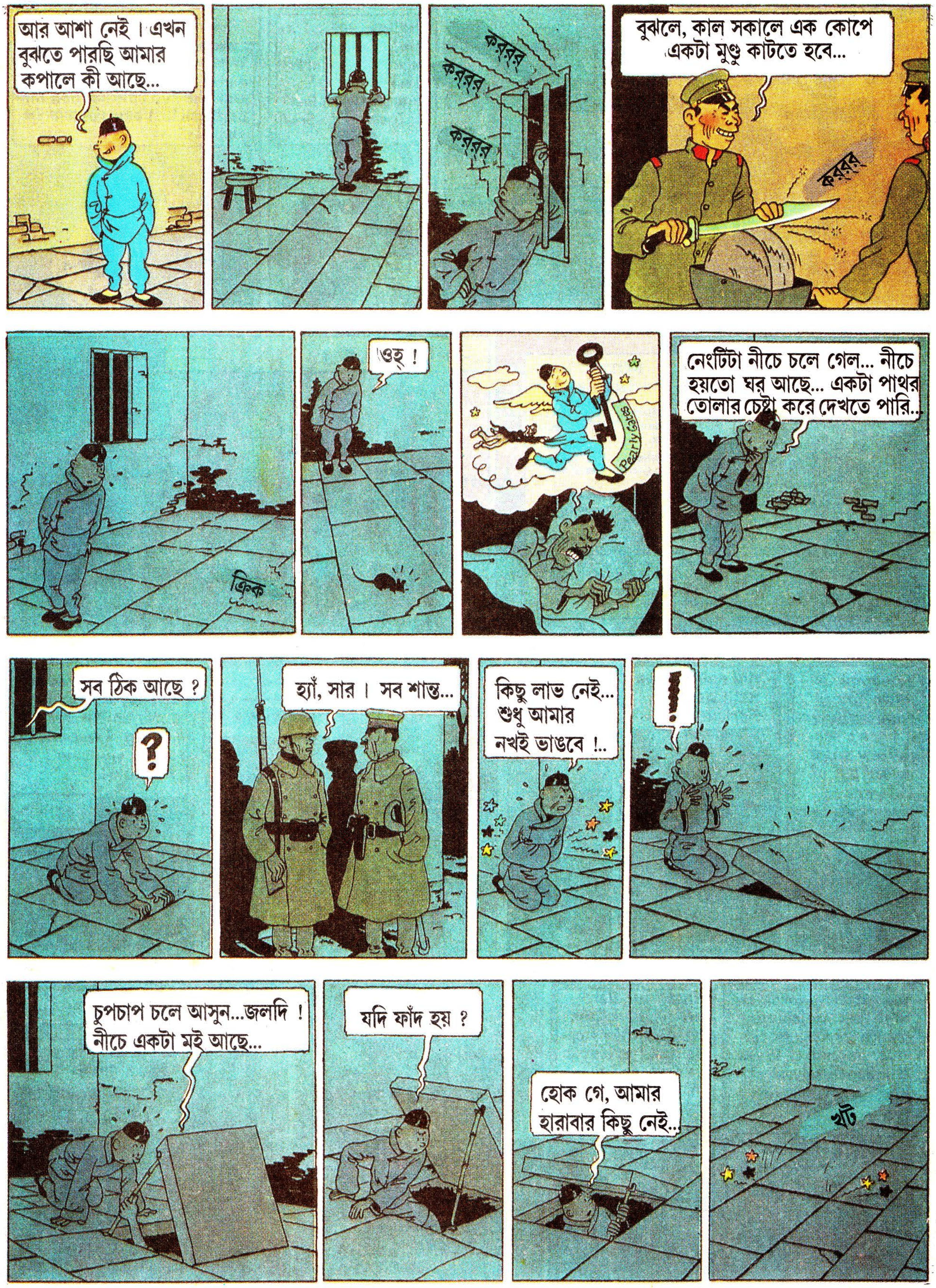
আর আশা নেই । এখন বুঝতে পারছি আমার কপালে কী আছে...
কররর
কররর
কররর
বুঝলে, কাল সকালে এক কোপে একটা মুণ্ডু কাটতে হবে...
কররর
ক্রিক
ওহ্ !
Pearly Gates
নেংটিটা নীচে চলে গেল... নীচে হয়তো ঘর আছে... একটা পাথর তোলার চেষ্টা করে দেখতে পারি...
সব ঠিক আছে ?
?
হ্যাঁ, সার । সব শান্ত...
কিছু লাভ নেই... শুধু আমার নখই ভাঙবে !..
!
চুপচাপ চলে আসুন...জলদি ! নীচে একটা মই আছে...
যদি ফাঁদ হয় ?
হোক গে, আমার হারাবার কিছু নেই...
খট

মিঃ ওয়াং !
আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব ?
শ্‌শ্‌ ! শব্দ নয় ! শিগগির আমার সঙ্গে আসুন !
আমি পথ দেখাচ্ছি...
আমার পেছনে আছেন তো ?
হ্যাঁ, আছি, মিঃ ওয়াং ।
ব্যস ! ...এখন আপনি আমার বাড়িতে !
আপনার বাড়ি ?
হ্যাঁ, আপনাকে যেখানে আটকে রেখেছিল, তার পাশের বাড়ি । আপনার মৃত্যুদণ্ডের খবর শুনেই এটা ভাড়া নিই । যে-তিনদিন আপনাকে ওরা শহরে ঘোরাচ্ছিল তার মধ্যেই সুড়ঙ্গটা খুঁড়ে ফেলি...
আমাদের এখনই শহর ছেড়ে যেতে হবে । সকাল হলেই শোরগোল উঠবে । সব তৈরি তো ?
হ্যাঁ...
হাওয়া ? আসামি হাওয়া ?...বোকার দল ! কেমন পাহারা দিচ্ছিলে ? ...আর মেজর ? মেজর কী কৈফিয়ত দেবে ?
পালিয়েছে ? ...সব অকম্মার ধাড়ি !...পাহারা দেওয়ার সময় নজর রাখতে হয় !... আর জেনারেল ?... কী কৈফিয়ত দেবে ?
বিচ্ছুর দল !... গুরুত্বপূর্ণ বন্দিকে সাবধানে পাহারা দিতে হয় !...কেউ যেন খবরটা জানতে না পারে !
কী সর্বনাশ ! টিনটিন পালিয়ে গেছে !
ফটকে রক্ষী দ্বিগুণ করো... ওকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়া চলবে না । আমরা হাস্যাস্পদ হব !
আমার ভাই বলেছে, ও শুনেছে রক্ষীর কাছে । টিনটিন ওদের নাকের ডগা দিয়ে ভেগেছে !
এই ব্যাপার ! নচ্ছার টিনটিন পালিয়েছে... আমাকে চোখ খোলা রাখতে হবে ।

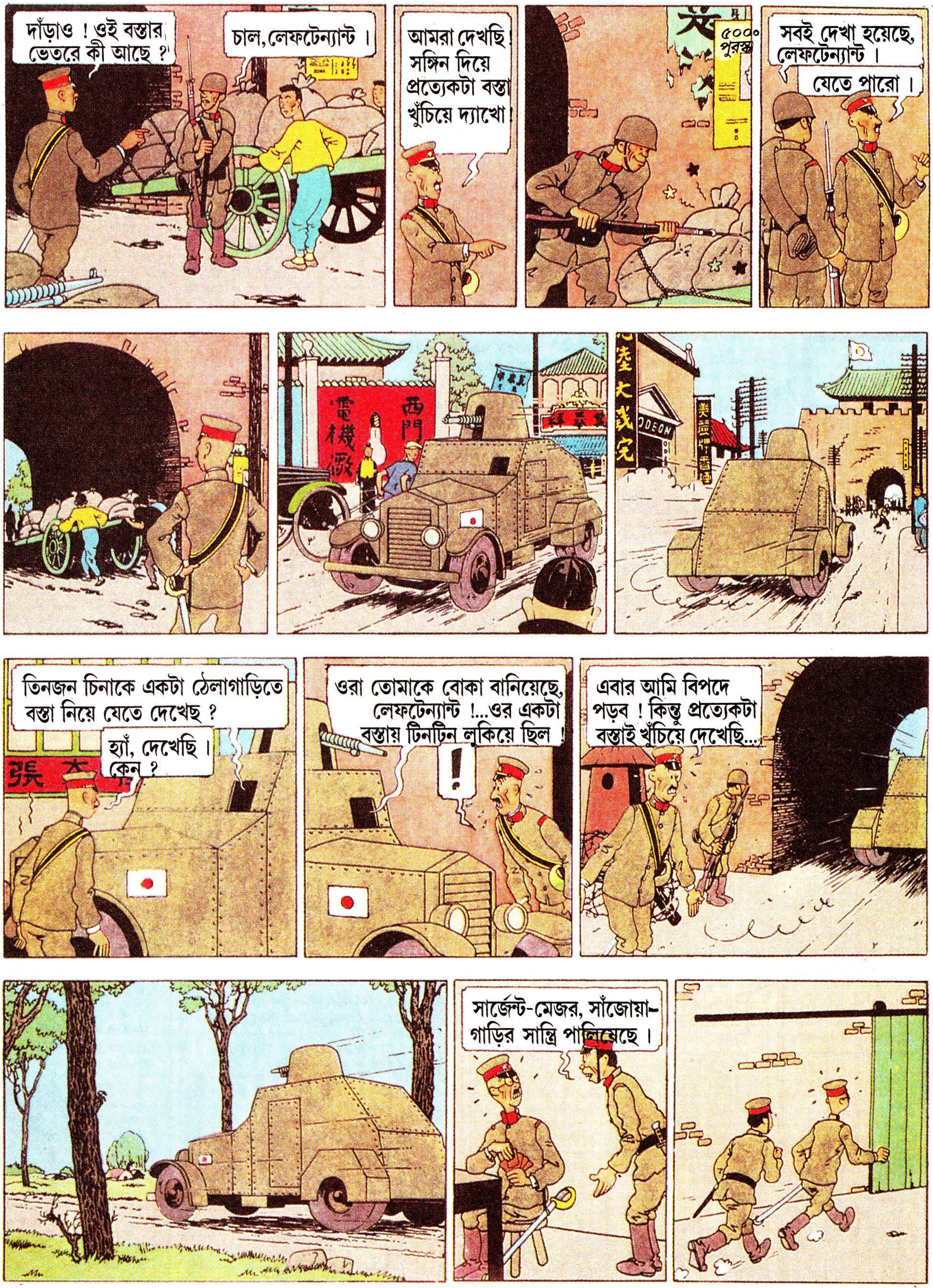
দাঁড়াও ! ওই বস্তার ভেতরে কী আছে ?
চাল, লেফটেন্যান্ট ।
আমরা দেখছি ! সঙ্গিন দিয়ে প্রত্যেকটা বস্তা খুঁচিয়ে দ্যাখো !
সবই দেখা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট ।
যেতে পারো ।
ODEON
তিনজন চিনাকে একটা ঠেলাগাড়িতে বস্তা নিয়ে যেতে দেখেছ ?
হ্যাঁ, দেখেছি । কেন ?
ওরা তোমাকে বোকা বানিয়েছে, লেফটেন্যান্ট !...ওর একটা বস্তায় টিনটিন লুকিয়ে ছিল !
!
এবার আমি বিপদে পড়ব ! কিন্তু প্রত্যেকটা বস্তাই খুঁচিয়ে দেখেছি...
সার্জেন্ট-মেজর, সাঁজোয়া-গাড়ির সান্ত্রি পালিয়েছে ।

ও কোথায় যেতে পারে ?
সার্জেন্ট-মেজর !... সান্ত্রি !... ও এখানে...
হ্যাঁ...কী বললে ? কেউ সাঁজোয়াগাড়ি চুরি করেছে? অসম্ভব...নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হয়েছে । আচ্ছা, আমি আসছি ।
আজকের দিনটা আমাদের পক্ষে শুভ ।....সবকিছু ঠিকঠাক হচ্ছে !
কুট্টুসকে রাস্তায় খুঁজে পাওয়ার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম...
ঢের হয়েছে !...বুঝলে ?...এর পরে একটা গোটা বাহিনী চুরি হলেও তোমাদের চোখে পড়বে না ।
তক্ষুনি তোমরা ওর পিছু নাওনি কেন ?... কেন ? আমার প্রশ্নের জবাব দাও !...
পারিনি, জেনারেল । সব গাড়িই অচল করে রেখে দিয়েছিল...
তা হলে প্লেন পাঠাওনি কেন ?
পৌনে এক ঘণ্টা হল ওরা রওনা হয়েছে । কী করছে ?
হ্যাঁ, জেনারেল...সাঁজোয়া গাড়িটা ২০ কিলোমিটার দূরে পেয়েছি । হ্যাঁ, নেমে দেখেছি...ভেতরে কেউ নেই...জানি না, সার... তবে...হেল্লো ?... হেল্লো ?...
যতসব অকম্মার দল !...ওরা সবাই !... কে জানে টিনটিন এখন কোথায় ?
এক-এক করে সব করতে হবে । আপনার ছেলেকে বাঁচাতে হলে ফ্যাংসিইংকে খুঁজে পেতেই হবে । তারপরে মিৎসুহিরাতো আর তার দলের ব্যবস্থা...

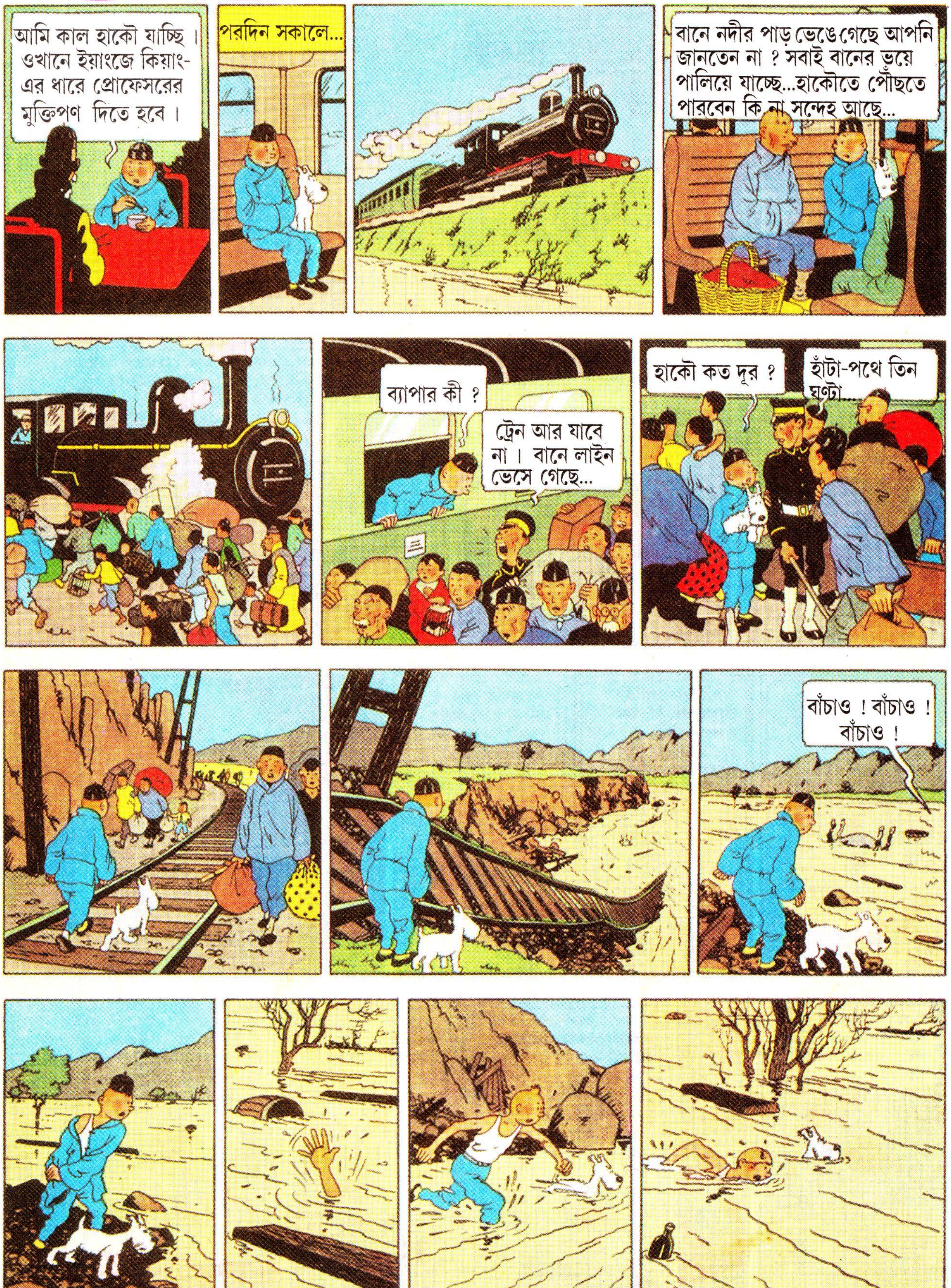
আমি কাল হাকৌ যাচ্ছি। ওখানে ইয়াংজে কিয়াং-এর ধারে প্রোফেসরের মুক্তিপণ দিতে হবে।
পরদিন সকালে...
বানে নদীর পাড় ভেঙে গেছে আপনি জানতেন না? সবাই বানের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে...হাকৌতে পৌঁছতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে...
ব্যাপার কী?
ট্রেন আর যাবে না। বানে লাইন ভেসে গেছে...
হাকৌ কত দূর?
হাঁটা-পথে তিন ঘণ্টা...
বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও!

ও বেঁচে আছে !
একটু ভাল লাগছে ? অনেক জল খেয়েছিলে! তোমার নাম কী ? আমার নাম টিনটিন...
আমি চ্যাং চোং চেন... আমাকে বাঁচালে কেন ?
?
পবিত্র মুষ্টিযুদ্ধের সময় ঠাকুরদা-ঠাকুরমাকে যারা মেরেছিল, সব সাদা শয়তানই তাদের মতো খারাপ বলে জানতুম ।
হ্যাঁ, বক্সার বিদ্রোহ ।
কিন্তু চ্যাং, সব সাদা মানুষই খারাপ নয় । বিভিন্ন দেশের লোক পরস্পরকে জানে না ।
...এখনও ইউরোপের অনেকে বিশ্বাস করে চিনারা সবাই চালাক, নিষ্ঠুর । ঝুঁটি বাঁধে, অত্যাচার করে, পচা ডিম আর পাখির বাসা খায়...
এদের বিশ্বাস, এদের সকলেরই পা ছোট আর এখনও পা ছোট রাখতে এরা বাচ্চা মেয়েদের পা বেঁধে রাখে, যাতে...
স্বাভাবিকভাবে বাড়তে না পারে । তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, এখানে অবাঞ্ছিত শিশুদের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই নদীতে ফেলে দেওয়া হয় ।
বুঝতেই পারছ, চিন সম্পর্কে কত লোকের ভুল ধারণা আছে !
তোমার দেশের লোকরা নিশ্চয় পাগল !!
এদিকে...
টিনটিনের খবর এনেছি, জেনারেল !
কোথায় আছে জানো ?
এখনই একটা তার পেলুম... আজ সকালে ও হাকৌ-এর ট্রেন ধরেছে...
হাকৌ ?...কিন্তু সে তো চিনের অনেক ভেতরে । ওখানে আমরা ওকে ছুঁতে পারব না...
জেনারেল, উপায় আছে, আর তা...
এখন তুমি কী করতে চাও, চ্যাং ?
মা-বাবা নিখোঁজ ...আর কেউ নেই, সঙ্গে যেতে পারি না ?...
কিন্তু... আমার সামনে বিপদ আসতে পারে...
কিন্তু দু'জন হলে শক্তি বাড়বে...
তা হলে ঠিক আছে !... চলো, হাকৌ যাই !
আমি একটা সোজা পথ চিনি...

চমৎকার ফন্দি ! ...এখন পুলিশসাহেব রাজি হয় কিনা দেখতে হবে...
চিন্তা নেই,জেনারেল... এই দেখুন...
আমি, জে. এম. ডসন, আন্তর্জাতিক উপনিবেশের পুলিশ অধিকর্তা, মিঃ মিৎসুহিরাতোর কাছ থেকে ১০,৭০০ ডলার ধার নিয়েছি । জে. এম. ডসন সাংহাই ১৮. ১০. ৩১
হিঃ ! হিঃ চমৎকার !
পরদিন...
মিঃ মিৎসুহিরাতো ? ...আচ্ছা, ভেতরে নিয়ে এসো...
সুপ্রভাত, মিঃ মিৎসুহিরাতো । এখানে হঠাৎ পায়ের ধুলো পড়ল কেন ?
একটা আর্জি নিয়ে এসেছি...যদি মঞ্জুর করেন, তবে আপনি যে সামান্য টাকা ধার নিয়েছিলেন তার কথা ভুলে যাব...
কী বলতে চান ?
সহজ ব্যাপার...টিনটিন এখন হাকৌতে... আমি চাই ওকে গ্রেফতার করুন...
হাকৌ ?...ও তো চিনা এলাকা... আমার এখতিয়ারের বাইরে...
সত্যি, কিন্তু কোনও ইউরোপীয়কে ধরতে চিনা এলাকায় গেলে চিনা কর্তৃপক্ষ আপনাকে অবশ্যই অনুমতি দেবে...
হয়তো দেবে...কিন্তু কারণ কী দেখাব ? টিনটিন কোনও অপরাধ করেনি...
কারণ ?...আমি কী করে জানব ? আচ্ছা,যদি প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইংকে অপহরণের ব্যাপারে ওকে সন্দেহ করেন...তা হলে ?
বেশ বলেছেন...
চিনা পুলিশের সদর দফতর...সুপ্রভাত,মিঃ ডসন ?...আঁ ? ফ্যাং সি-ইং ? ইউরোপীয় ? আপনার গোয়েন্দাদের অনুমতি... নিশ্চয়...
কাজ হয়েছে । কাল সকালে পাস পাব । পাস এলেই আমার লোকেরা রওনা হবে ।
টিনটিনকে ধরে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেবেন...ঘটনাক্রমে আমার হাতে পড়বে...
ঠিক...আর ওই ধারটা আপনি ভুলে যাবেন...
হাকৌ...
শহরে বাবার এক বন্ধু ছিলেন...দেখি তাঁর কাছে থাকতে পারি কি না...

নিশ্চয়...এর চেয়ে সুখের কী আছে ! আমার বন্ধুর ছেলে...
চিন সরকারের কাছ থেকে অনুমতিপত্র এসে গেছে । এতে আপনাদের কাজের সুবিধে হবে...
軍警當局務希
與以臂助於持
此執照者
公安総局
পুলিশ বিভাগ
সদর কার্যালয়
চিনের সকল আধিকারিককে অনুমতিপত্রের বাহকদের সর্ব প্রকারে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ।
দুর্ভাগ্য ! বন্ধুকে গ্রেফতার করতে হবে ?
জঘন্য কাজ !
বিকেলে পরে একটা ট্রেন আছে । তৈরি হওয়ার সময় পাওয়া যাবে...
পরদিন ভোরে...
কী জীবন...সারা রাত ট্রেন...পরে তিন ঘণ্টা হাঁটা... অবশেষে হাকৌ...
ভাগ্যিস ছদ্মবেশে এসেছিলুম...
যথার্থ !
এমন জায়গায় ইউরোপীয় পোশাকে এলে কেমন হইচই পড়ে যেত কল্পনা করো...
!
!
এখন তাকিয়ো না, মনে হচ্ছে কেউ পিছু নিয়েছে...

!
!
এই !!...
আরে !...
কী আশ্চর্য !
তোমরা এখানে কেন ?
বেচারা, ও যদি জানত...
কথাটা ওকে কী করে বলি ?...
আরে...ব্যাপারটা কী ?
এটা দ্যাখো...
আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা !...
আর এটা... সমস্ত চিনা আধিকারিককে এই অনুমতিপত্রের বাহকদের সাহায্য করতে হবে...
ঠিক আছে,তোমাদের কর্তব্য করতেই হবে ।আমি তৈরি..
বিদায়, চ্যাং । আমি ওদের বন্দি...
এবার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট !
হুজুর, আমরা ছেলেটিকে গ্রেফতার করেছি ।এটা চিনা এলাকায় গ্রেফতারের অনুমতিপত্র... কোথায় গেল ?
নিশ্চয় অন্য পকেটে !
সর্বনাশ ! এখানেও নেই !...কী আশ্চর্য...
ঠিক জায়গায় রাখিনি মনে হচ্ছে...বন্দিকে দেখিয়েছি...
কিন্তু সেটা কোথায় ?
কী ভাগ্য !...
পেয়েছি ! পেয়েছি !
!
?
?

হুম ! আমার দেখেই বোঝা উচিত ছিল !
এত মজার কী আছে, হুজুর ?
উনি আমাদের নিয়ে মজা করছেন কেন ?
তোমরা সত্যিই মজার লোক ! হা ! হা ! এই নাও তোমাদের কাগজ... এটা নিয়ে পালাও... বন্দিকে রেখে... !
বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড !
আমরা কলঙ্ক !...
এটা... এটা খুব জঘন্য ব্যাপার !
এমন জঘন্য ব্যাপার আরও হবে ।
একটা কিছু করতেই হবে !
কিছু একটা করা চাই ! সাংহাইকে জানাতে হবে !
খোকা, তুমি মুক্ত । যেখানে খুশি যেতে পারো ।
ধন্যবাদ, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ।
আমি হাজির !
মুক্ত ?
হ্যাঁ, মুক্ত... কিন্তু কেন, সেটাই মাথায় ঢুকছে না... সুপারিন্টেন্ডেন্ট কাগজটা দেখেই হেসে উঠলেন... গোয়েন্দাদের তাড়িয়ে দিলেন... অবাক কান্ড, না ?
মোটেই না। যে-কাগজ ওরা দেখিয়েছিল সেটা আমার লেখা...
... আসল কাগজটা পড়ে গেলে আমি কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে অন্য কাগজে লিখে আনি 'আমরা যে পাগল এটা তার প্রমাণ ।' ওদের পকেটে পুরে দিই...
এখন বুঝলুম ! তোমার মতো বন্ধু হয় না, চ্যাং !
বেচারা রনসন আর জনসন !
এটাই ওদের উচিত পাওনা ।
এই তারটা সাংহাই-এর আন্তর্জাতিক উপনিবেশে পুলিশ চিফের কাছে পাঠিয়ে দিন...
প্রোফেসর ফ্যাংসি ইংকে খুঁজতে হবে...
হ্যাঁ, ঝড় আসছে...

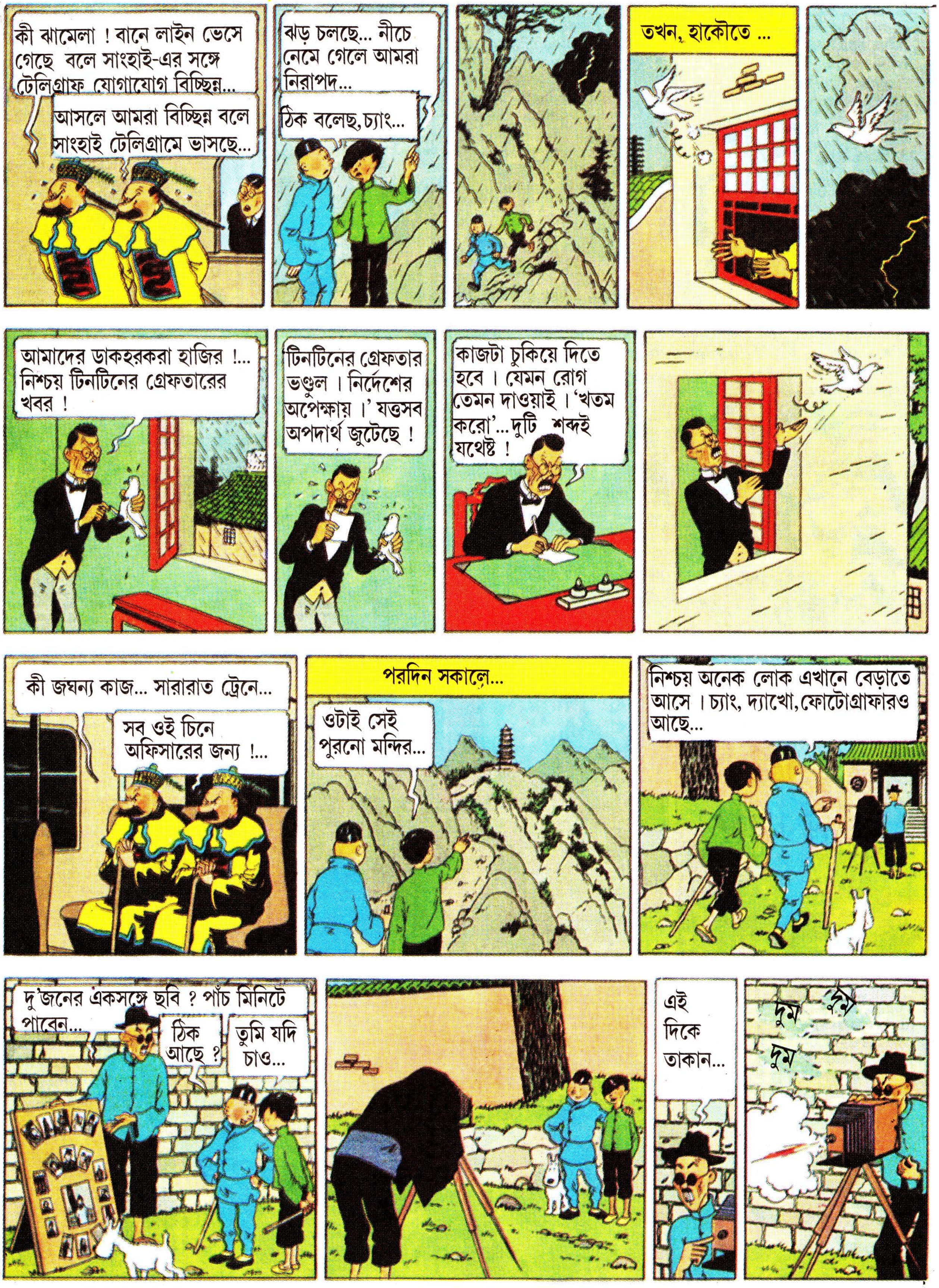
কী ঝামেলা ! বানে লাইন ভেসে গেছে বলে সাংহাই-এর সঙ্গে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন...
আসলে আমরা বিচ্ছিন্ন বলে সাংহাই টেলিগ্রামে ভাসছে...
ঝড় চলছে... নীচে নেমে গেলে আমরা নিরাপদ...
ঠিক বলেছ, চ্যাং...
তখন, হাকৌতে ...
আমাদের ডাকহরকরা হাজির !... নিশ্চয় টিনটিনের গ্রেফতারের খবর !
টিনটিনের গ্রেফতার ভণ্ডুল । নির্দেশের অপেক্ষায় ।' যত্তসব অপদার্থ জুটেছে !
কাজটা চুকিয়ে দিতে হবে । যেমন রোগ তেমন দাওয়াই । 'খতম করো'...দুটি শব্দই যথেষ্ট !
কী জঘন্য কাজ... সারারাত ট্রেনে...
সব ওই চিনে অফিসারের জন্য !...
পরদিন সকালে...
ওটাই সেই পুরনো মন্দির...
নিশ্চয় অনেক লোক এখানে বেড়াতে আসে । চ্যাং, দ্যাখো, ফোটোগ্রাফারও আছে...
দু'জনের একসঙ্গে ছবি ? পাঁচ মিনিটে পাবেন...
ঠিক আছে ?
তুমি যদি চাও...
এই দিকে তাকান...
দুম
দুম

যাচ্ছেতাই যন্তর ! আমার টমিগান জ্যাম !
দুষ্টু চিনে ! ... তোমাকে নিজের চরকায় তেল দেওয়া শেখাব !
হাত তোলো, বদমাশ, নইলে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব !
মুখ খোলো ! তুমি জাপানি ? মিৎসুহিরাতো পাঠিয়েছে,তাই না?
হ্যাঁ, তোমার কাছে রাজাইজা বিষ আছে । প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইংকে দিয়ে তুমি প্রতিষেধক বানাবে, তাই তাকে গুম করেছে...
হুম্ । আর চিনে গুন্ডাদের দোষ দিয়ে সেই চিঠি?
মুক্তিপণের চিঠিটি ধাপ্পা... পুলিশকে ভুল পথে চালাতে।
আমার বোঝা উচিত ছিল !
প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইং তা হলে ওই মন্দিরে নেই... উনি কোথায় ?
আমি জানি না ।
মিথ্যে কথা !
সত্যি ! সত্যি বলছি... শুধু মিৎসুহিরাতোই জানে প্রোফেসর কোথায়...
ঠিক আছে, আমরা হাকৌ ফিরে যাব... জখমটা গুরুতর নয় তো, চ্যাং ?
না । গুলি শুধু কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে ।
পুলিশই গুণ্ডাটার ব্যবস্থা করবে...
মানে...জেলে পুরবে... চ্যাং, মিৎসুহিরাতো যদি আমাদের কাছে না আসে, আমরাই ওর কাছে যাব ! ... কী বলো ?
ঠিক কথা !
আচ্ছা, এখন তবে সাংহাই চলো !
সাংহাই-এর ট্রেন আসছে...
আমরা আবার ফিরে এলুম।
যথার্থ কথাটা হচ্ছে : ফিরে আসিনি । হাকৌ হাঁটা-পথে তিন ঘণ্টা... কী জীবন, জনসন !

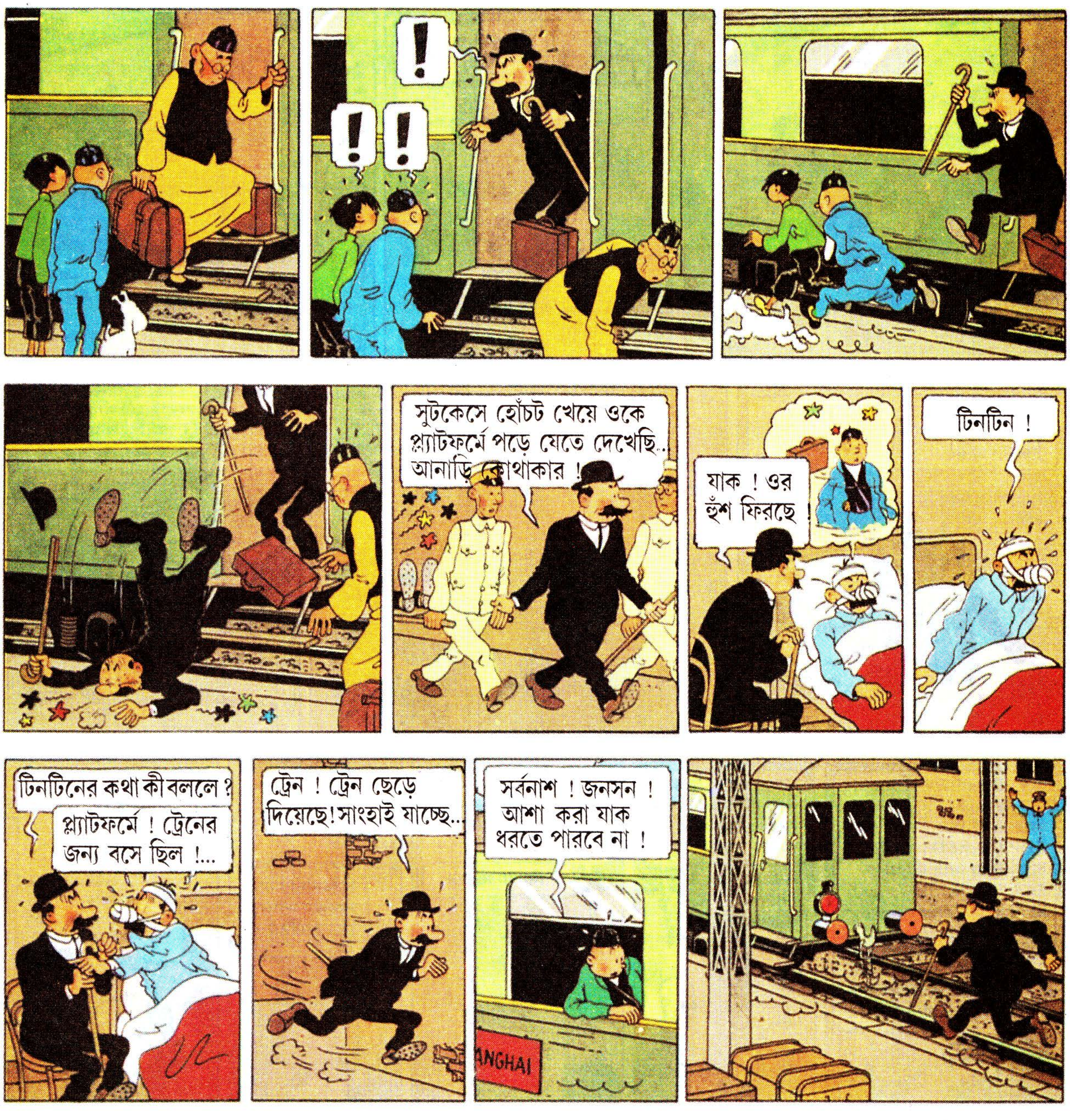
!
! !
সুটকেসে হোঁচট খেয়ে ওকে প্ল্যাটফর্মে পড়ে যেতে দেখেছি... আনাড়ি কোথাকার !
যাক ! ওর হুঁশ ফিরছে !
টিনটিন !
টিনটিনের কথা কী বললে ?
প্ল্যাটফর্মে ! ট্রেনের জন্য বসে ছিল !...
ট্রেন ! ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে! সাংহাই যাচ্ছে...
সর্বনাশ ! জনসন ! আশা করা যাক ধরতে পারবে না !
...প্রায় ধরে ফেলেছিলুম, কিন্তু খেয়াল করিনি প্ল্যাটফর্ম শেষ হয়ে গেছে !
সাংহাইতে তার পাঠাতে হবে । পৌঁছলেই ওকে গ্রেফতার করবে...

পরদিন সকালে...
এটিই শেষ যাত্রী...এখনও টিনটিনের দেখা নেই...
কপাল মন্দ, চিফ...ট্রেনে ওকে পাইনি। মনে হয় মাঝপথে নেমে গেছে...
হতচ্ছাড়া ছোকরা! শেষ মুহূর্তে চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়!
অন্ধকার হয়ে গেছে... এখন ঝুঁকি নিতে পারি...
ভাগ্যিস স্টেশনের বাইরে নেমে পড়েছিলাম, নিশ্চয় স্টেশনে আমাদের জন্য ফাঁদ পাতা আছে...
মিঃ মিৎসুহিরাতো? হ্যাঁ, আমি...না, ও পালিয়েছে! আমিও দুঃখিত!...কী আশা করেন? চেষ্টার ত্রুটি করিনি...
এই তো পুলিশের হাল মনে হচ্ছে এ-কাজটাও নিজেকেই করতে হবে!
আসুন!
ঠক ঠক ঠক
হুজুর, টিনটিন সাংহাইতে!... একটা চিনে ছেলের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখেছি, কিন্তু ড্রাইভারকে কী ঠিকানা বলল তা শুনতে পেলুম না...
ইস!...শোনো, ইয়ামাতো ...খোঁজ নাও, ওরা কোথায় লুকিয়ে আছে, আর কে ওদের আশ্রয় দিয়েছে, বুঝলে?
বুঝেছি!
ঈশ্বর মঙ্গলময়! আবার দেখা হল! আপনাকে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতেই হবে...ক্ষতটা সারতে দিন...
হ্যাঁ, তারপরে মিৎসুহিরাতো!
এক সপ্তাহ পরে...
সত্যিই ব্যথা নেই তো?
না, চ্যাং...দ্যাখো, সব স্বাভাবিক...
সেই রাত্তিরে...
ওই যে মিৎসুহিরাতোর বাড়ি! ভেতরে যাচ্ছি, তুমি বাইরে পাহারা দাও
আচ্ছা...
কেউ নেই!...সব ঠিক আছে...
তুমি নিশ্চিত টিনটিন এখনও ওখানেই আছে?...

নিশ্চয় । ও এক সপ্তাহের ওপর ওখানে আছে...
ঠিকই বলেছ,ইয়ামাতো, ওদের পিষে মারতে হাত নিশপিশ করছে !
রাস্তা পরিষ্কার । আসতে পারো...
ব্যাপার কী ?...তোমাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে...
পরে বলব, চ্যাং... জলদি ! হাতে আর সময় নেই...
একটা গাড়ি ! এখনই একটা গাড়ি চাই !
যাক....ওই একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে...
ড্রাইভার, জলদি !...আমাদের জলদি নানকিং রোডে নিয়ে চলুন !
শুনুন, এটা ট্যাক্সি নয় !...দেখছেন না প্রাইভেট গাড়ি ?
!
তা হোক ! দোহাই চলুন ! অনেক লোকের জীবন বিপন্ন !
না, না, না ! আমার না মানে না !
ওদের কথা শুনেছি...ওরা জানে মিঃ ওয়াং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন...আজ রাতেই স্ত্রী-পুত্র সহ মিঃ ওয়াংকে অপহরণ করবে ...এবং দেখলে, আমাদেরও...
সময়ে পৌঁছতে পারব কি ?

সব নিস্তব্ধ...
দরজা খোলা !...
মিঃ ওয়াং-এর কাজের লোক । ওকে ক্লোরোফর্ম করেছে !
দেরি হয়ে গেছে ! ওদের নিয়ে গেছে !
খেলা শেষ, মিঃ ওয়াং !...আপনারা মুঠোর মধ্যে ! বাকি টিনটিন...সেও জালে পড়বে !
টিনটিন !...
?
দ্যাখো, আমি কী পেয়েছি...
!
নীলকমল
ওয়াং ।
চলো !
নীলকমলে !

নীলকমল ?...ওটা সাংহাই-এর একটা আফিমের ঠেক, পরিচয় লুকিয়ে ওখানে কী করে ঢুকব ? ছদ্মবেশে ?...
蓮
THE BLUE LOTUS
আর কিছু লাগবে, সার ?
না, ধন্যবাদ...
ও এখানে এসেছে...
তুমি ঠিক জানো?
হ্যাঁ, হুজুর...ছদ্মবেশে এসেছে... নকল দাড়ি আর কালো পরচুলা... কিন্তু আমি চিনেছি...
এবার মজা শুরু হবে !
ফুরররর
হা ভগবান ! আমার সঙ্গে শত্রুতা কার !...
দমাস
ঠিক আছে ! ...ওকে মজা বুঝিয়ে দাও !
উহ !
ধপ
ধাই
ইয়া
ফন্দিটা খারাপ নয়,তাই না বন্ধু ? এক টুকরো কাগজে মিঃ ওয়াঙের একটুখানি লেখা... তাতেই বাজিমাত...

আমি প্রতিবাদ করছি !
হি ! হি ! তোমার সাহস আছে তা বলতে হবে !
উহ্‌ !
?
আঁ আ আ !
?
সর্বনাশ ! ... টিনটিন নয় !... ওকে ছেড়ে দাও !...
আমি পোলডাভিয়ার রাষ্ট্রদূত ! এর ফল ভুগবে, শয়তান !
ক্ষমা করুন, সার ! আপনাকে অন্য কেউ বলে ভুল করেছিলুম...
কারও সঙ্গেই এমন করা উচিত নয় !... তোমাকে মজা দেখাব !
কী ঝকমারি ! ওকে একবার হাতে পেলে হয় !
আমি বাড়ি যাচ্ছি !... ইয়ামাতো, কাল দুপুর রাতে লরি নিয়ে ন' নম্বর গুদামে থাকবে । 'হারিকা মারু' নোঙর করবে । মাল গুদামে নিয়ে যাবে...
যে আজ্ঞে, হুজুর...
...দরকার হলে ফোন কোরো..
যে আজ্ঞে, হুজুর
টিনটিন আসবে মনে হয় না...
না, ও সন্দেহ করবে...
হা ! হা ! সব কথাই কানে এসেছে !
THE BLUE LOTUS
খবর পেলে ?
অনেক কথা জেনেছি, চ্যাং... চলো, সব বলছি...
কাল দুপুর রাতে ? ... আমি তোমার সঙ্গে যাব...
না, চ্যাং, আমার একা যাওয়াই ভাল... কারণটা তোমাকে বুঝিয়ে বলব...
পরদিন রাতে...

হুঁশিয়ার, ওরা ওখানে !
এটাই কি শেষ জিনিস ?
হ্যাঁ, এটা তুললেই রওনা হতে পারি...
এ-পর্যন্ত সবই ভাল...
পিপে থেকে আফিম সরিয়ে ভেতরে ঢুকে যাও....ব্যস, কাজ হয়ে গেল...
ঠিক আছে, চলো...
এদিকে...
আমার সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে নেমে ভুল করেছেন, মিঃ চ্যাং !... কিন্তু আর ভেবে লাভ নেই... আপনার মৃত্যুর সময় এসে গেছে !
হাসছেন ?....ভাবছেন এটা গোয়েন্দা গল্প ? শেষ মুহূর্তে নায়ক এসে বাঁচাবে....হা-হা-হা ! আপনার নায়ক টিনটিন আমার হাতের মুঠোয় !
দু' ঘন্টা ধরে চলছি....ভাবছি কোথায় যাচ্ছি...
তাই সব আশা বিসর্জন দিতে পারেন !... শুনেছি চিনারা মরতে ভয় পায় না । আপনার মৃত্যুর উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছি। আপনার নিজের ছেলে, পাগল ছেলে, আপনার মাথা কেটে নেবে !...আপনার স্ত্রী আর টিনটিনের মাথাও সে-ই কাটবে !...
ইয়ামাতো ! কাজ ঠিকঠাক হয়েছে ?
হ্যাঁ, হুজুর পিপেগুলি ওখানে...
আসুন, মিঃ ওয়াং, মজাটা দেখুন !
এবার মজা !
হুজুর এটা....ঢেঁড়া দেওয়া...
টিনটিন, পথের শেষে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি !

মনে হয় এমন অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলে না !
খুবই সত্যি
জানতুম তুমি পিপের মধ্যে আছ... কাল রাতে নীলপদ্মে গিয়েছিলে... ইয়ামাতোকে যা বলেছিলুম তা-ও শুনেছিলে ...কিন্তু আমার লোক তোমাকে দেখে ফেলেছিল !
জানতুম এই প্রলোভন সামলাতে পারবে না, তাই ফাঁদ পেতেছিলুম । লোকদের বলেছিলুম পিপের মুখ খুলে রাখতে । ঠিক তা-ই হয়েছে !
আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান !
অন্তত তুমি যা ভেবেছিলে তার চেয়ে বেশি !... আহ্, তোমার এক বন্ধু... তোমার মৃত্যুদণ্ড দেখতে চান !...
?
ওকে ধরেছি, হুজুর !
মিঃ রাস্তাপপুলস !
ঠিক ।
হ্যাঁ,আমি রবার্তো রাস্তাপপুলস... চোরাচালানকারীদের বাদশা... তুমি অনেকদিন থেকে জ্বালাচ্ছ... গাইপাজামায় পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিলুম... ভেবেছিলে মরে গিয়েছি... কিন্তু আমি মরি না...
আপনি এদের নেতা ? অসম্ভব !
ইয়ামাতো অন্যদের নিয়ে এসো...
বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না ? এটা দ্যাখো ! ....এখন বিশ্বাস হচ্ছে !
ফারাও-এর চিহ্ন ! (১)
নাও, এটা ধরো...
লাও জু বলেছেন,"পথ খুঁজে পেতেই হবে"... খুব সোজা । তোমাদের মাথা কেটে নেব । তোমরাও সত্যকে জানবে...
আপনারা ঠিক জানেন আমাদের কোনও ঝুঁকি নেই ?...
না, ওর কাজ হয়ে গেলেই ইয়ামাতো ওর ব্যবস্থা করবে...

দুম
শাবাশ, চ্যাং !...
হাত তোলো !...
আমরা জয়ী !
ঠিক সময়ে এসেছ, চ্যাং ! ভাবছিলুম তুমি হয়তো হেরে গেছ...
কোনও গোলমাল হয়নি । 'হারিকা মারু' জাহাজের নাবিকরা চেঁচাবার ফুরসত পায়নি !..
তোমার সাহসকে এই বুড়ো কুর্নিশ করছে, চ্যাং !
আপনি মুক্ত, মিসেস চ্যাং !
মিঃ মিৎসুহিরাতো, আপনি কি সত্যিই এত বোকা যে, ভেবেছিলেন আমি অন্ধের মতো সিংহের মুখে ঢুকব ? আপনি নিশ্চয় আমাকে আহাম্মক ভাবেন !...
কেউ আমাকে 'নীলকমল' থেকে বেরোতে দেখেছে জেনেও আমি গুদামে যাই । কাল রাতে হারুকা মারুর নাবিকরা ড্রাগনপুত্রদের হাতে বন্দি হয় । আমাদের কয়েকটি বন্ধু আপনার পিপের মধ্যে ঢুকে যায় । অন্যরা এখানে পিপেগুলি নামাতে সাহায্য করে । বাকিটা আপনার জানা...
বন্দিদের পাহারায় এখানে তিনজন থাকো । অন্যরা বাড়িটা খুঁজে দ্যাখো ! চ্যাং আর আমি এইদিকে যাচ্ছি...

আশ্চর্য ! সিন্দুকের ভেতর দিয়ে বাইরে এসেছি !...
অদ্ভুত একটা গন্ধ !...
আফিম,তাই না ?
吉慶如意
নীলকমল !...

সাংহাই বার্তা

ফ্যাং সি-ইংকে পাওয়া গেছে : আফিমের ডেরায় প্রোফেসর বন্দি

সাংহাই, বুধবার :
প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইংকে পাওয়া গেছে। গত সপ্তাহে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার পথে এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিখোঁজ হয়ে যান। পুলিশ তাঁর খোঁজে ব্যর্থ হয়। সাংবাদিক টিনটিন নিখোঁজ বৈজ্ঞানিকের খোঁজ শুরু করে। গুপ্তসমিতি 'ড্রাগন পুত্ররা' উদ্ধারের কাজে টিনটিনকে সাহায্য করে। ফ্যাং সি-ইংকে অপহরণ করেছিল এক আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারি চক্র। তারা সবাই এখন পুলিশের নিরাপদ হেপাজতে বন্দি।

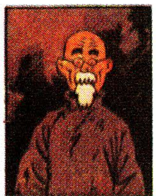

প্রোফেসর ফ্যাং সি-ইং। মুক্তির পরে।

'নীলকমল' নামে আফিমের ডেরায় পুলিশ একটি ট্রান্সমিটার পেয়েছে। এই ট্রান্সমিটারের সাহায্যে মাদক-পাচারকারিরা সমুদ্রবক্ষে তাদের জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সমুদ্রে কোন পথে যেতে হবে, কোন বন্দর এড়িয়ে যেতে হবে, মাদক কোথায় নামাতে হবে এবং কোন বন্দর থেকে মাদক জাহাজে তুলতে হবে এইসব খবর বেতারে জানানো হত।
জাপানি নাগরিক মিৎসুহিরাতোর বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। কী গোপন নথিপত্র হস্তগত হয়েছে পুলিশ সে-বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ— এইসব নথিপত্র প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের গোপন রাজনৈতিক তৎপরতার প্রমাণ।

টিনটিনের নিজের কথা

ঘটনার নায়ক মিঃ টিনটিন তাঁর অভিযান সম্পর্কে কথা বলেছেন। তরুণ রিপোর্টার নানকিং রোডে মিঃ ওয়াং চেন-ই-র বাড়িতে অতিথি আমরা সহাস্য এই নায়কের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি চিনা পোশাকে আমাদের অভ্যর্থনা করেন। ইনি কি সত্যিই ভয়ঙ্কর সাংহাই গুণ্ডাদের যম ? অভিনন্দন পর্ব শেষ হলে সবচেয়ে বিপজ্জনক গুণ্ডা সংগঠনকে নির্মূল করতে কী করে সফল হলেন আমরা মিঃ টিনটিনকে তা বলতে অনুরোধ করেছিলাম।

মিঃ টিনটিন আর তাঁর সঙ্গী কুট্টুস

মিঃ ওয়াং নামে সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ, মুখে যাঁর দুষ্টু হাসি, বললেন, "আপনারা গোটা পৃথিবীকে জানিয়ে দিন যে, একমাত্র ওঁর জন্যই আজ আমার স্ত্রী, আমার ছেলে এবং আমি বেঁচে আছি !"

সাংহাই-এর রাস্তায় টিনটিনের পোস্টার নিয়ে তরুণদের শোভাযাত্রা

!
সুপ্রভাত...ইয়ে...অবশেষে এখানে হাজির হলাম...
যথার্থ কথাটা হল : সুপ্রভাত। আমরা এসেছি, সবার শেষে...
হুঁ...তা হলে এলে ?...
হ্যাঁ...আমরা এসেছি
আর বলতে আমরা...আমরা
বিশ্বাস করিনি তুমি
কিন্তু আমরা কী করব
হুকুম তামিল করতে
আমার ঘেন্না হচ্ছে ! ওই ছুঁচোটার বিজয়োৎসবে সাহায্য করতে হবে !
এ ছাড়া আর কী করতে পারি ?
!
টিনটিন...দ্যাখো ! এটা পড়ো !
নীলকমল কেলেঙ্কারি
মিৎসুহিরাতোর আত্মহত্যা
সাংহাই, শনিবার : নীলকমল কেলেঙ্কারি ও রেলপথে হামলার পাণ্ডা মিঃ মিৎসু হিরাতো
লোকটা ছিল আসল শয়তান !
আছাড়ের পরে তোমাদের সুস্থ দেখে খুশি হলুম।
আছাড় ? কোন আছাড় ?
ওহো, হাকৌতে সেই আছাড় !
হাকৌতে আমাদের সেই আছাড় !...
হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে !...
হ্যাঁ, আমরা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এমন বেকুব কী করে হলুম ? আমরা কখনও এত নীচে নামিনি !...
ওই পতন কখনও ভুলব না...আমাদের শিক্ষে হয়েছে। ভবিষ্যতে সতর্ক হব।
নিশ্চিত থাকতে পারো, ওইভাবে আর কখনও ঠকব না !
ভয় নেই, আমরা চোখ খোলা রাখব !
এবার আমাদের যেতেই হবে।
এক্ষুনি ?
চলি !...
বিদায় !...

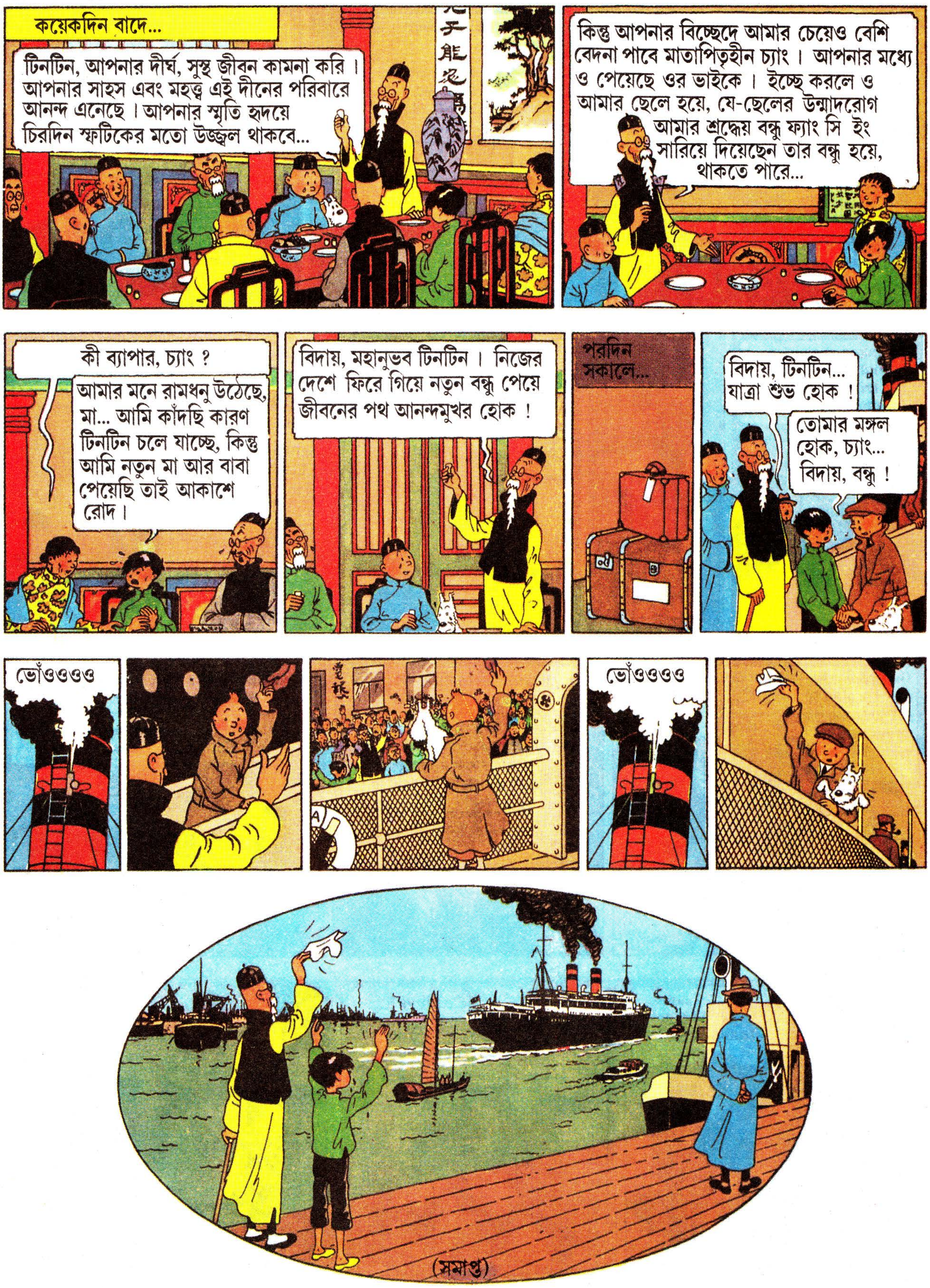

কয়েকদিন বাদে...
টিনটিন, আপনার দীর্ঘ, সুস্থ জীবন কামনা করি। আপনার সাহস এবং মহত্ত্ব এই দীনের পরিবারে আনন্দ এনেছে। আপনার স্মৃতি হৃদয়ে চিরদিন স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল থাকবে...
কিন্তু আপনার বিচ্ছেদে আমার চেয়েও বেশি বেদনা পাবে মাতাপিতৃহীন চ্যাং। আপনার মধ্যে ও পেয়েছে ওর ভাইকে। ইচ্ছে করলে ও আমার ছেলে হয়ে, যে-ছেলের উন্মাদরোগ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ফ্যাং সি ইং সারিয়ে দিয়েছেন তার বন্ধু হয়ে, থাকতে পারে...
কী ব্যাপার, চ্যাং?
আমার মনে রামধনু উঠেছে, মা... আমি কাঁদছি কারণ টিনটিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নতুন মা আর বাবা পেয়েছি তাই আকাশে রোদ।
বিদায়, মহানুভব টিনটিন। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে নতুন বন্ধু পেয়ে জীবনের পথ আনন্দমুখর হোক!
পরদিন সকালে...
বিদায়, টিনটিন... যাত্রা শুভ হোক!
তোমার মঙ্গল হোক, চ্যাং... বিদায়, বন্ধু!
ভোঁওওওও
ভোঁওওওও
(সমাপ্ত)

অ্যার্জে-র দুঃসাহসী টিনটিন

বাংলায় টিনটিন কমিক্স সিরিজের বই

দুঃসাহসী টিনটিন-এর আরেকটি কমিক্স

হাঙরহ্রদের বিভীষিকা

অ্যার্জে-র অন্যান্য কমিক্স

জো-জেট জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

কারামাকোর অগ্ন্যুৎপাত

গন্তব্য নিউইয়র্ক

গোখরো উপত্যকা

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

9 788172 155742